মুখবন্ধ।

এতদ্দেশীয় অনেকানেক বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি কর্ত্তৃক, ভিন্ন২ বিষয় ঘটিত, নানাবিধ কৌতুক সম্বন্ধীয় মনোরঞ্জন প্রবন্ধ পূরিত পুস্তক, বিরচিত হইয়া, সাধারণের আদরণীয় এবং আনন্দজনক হইয়াছে; আমিও, রসরাজ্যের অনুচর নাকী, চুনী, ভূত, ব্রহ্মদৈত্য ইত্যাদির দ্বারা, যৎকিঞ্চিৎ রহস্যের কাণ্ড সংগ্রহ পূর্ব্বক, চূর্ণক ও নানা-প্রকার পদ্য রচনা করিয়া, এই ক্ষুদ্র পুস্তক মধ্যে সংকলিত করিলাম। যদিও আমি, উল্লিখিত সুপণ্ডিত, রসজ্ঞ, রসিকচূড়ামণি মহোদয় দিগের অনুরূপ, রূপক রচনা করিতে সম্যক্ প্রকারেই অযোগ্য, তথাচ সাহসপূর্ব্বক, স্বীয় সাধ্যানুসারে, যত্নবান্ হইয়া, এই পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছি। আমি, এই পুস্তক প্রকাশ করণের পূর্ব্বে, বিবেচনা করিলাম, যাঁহারা নিয়ত পায়স প্রভৃতি নানাবিধ মিষ্টান্নের আস্বাদ গ্রহণ করেন, তাঁহারাও তো, সময়ানুসারে, তিক্ত দ্রব্যের রস রসনাগ্রে স্বীকার করিয়া থাকেন। যাঁহারা অবিরত মধুর মৃদঙ্গাদি উ

যন্ত্র সমূহের সুমিষ্ট বাদ্য দ্বারা শ্রবণকে সুশীতল রাখেন, তাহারা কি, ঢাক, ঢোল ইত্যাদি, সামান্য যন্ত্রের, কর্কশ শব্দে কর্ণপাত করেন্ না? যাঁহারা ভারতাদি গ্রন্থের অতুল্য পীযূষ তুল্য রস, কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা পান করিয়া থাকেন তাঁহারা কি, প্রয়োজন মতে, পীরের পাঁচালী শ্রবণে বিরত হন্? এবং যাঁহারা সর্ব্বদা সুকণ্ঠ পক্ষ্যাদির সুললিত সুস্বর শুনিয়া, সানন্দচিত্তে, সময় সম্বরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি, এক সময়, অদ্ভুত ভূতের গান শুনিয়া উল্লাসিত হন না?

লঘু ত্রিপদী।

শশীর উদয়, হেরে সুখী হয়,
সুরাসুর আদি নরে।
দীপ উদ্দীপন, দেখে কোন জন,
নয়ন মুদ্রিত করে?॥
পদ্মের সৌরভ, লয়ে যারা সব,
নিরবধি সুখী হয়।
প্রবেশি উদ্যানে, চম্পকের ঘ্রাণে,
তারা কি বিরসে রয়?॥

ঈদৃশ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া আমি, এই পুস্তক, সঙ্কলন পুরঃসর, সাধারণ সন্নিধানে উপ

স্থিত করিলাম, এক্ষণে ভরসা করি, নিজ২ গুণজ্ঞ মহাশয়েরা, নিজ২ নির্ম্মল ও সরল স্বভাবে এবং মহদ্‌গুণে, এতৎ পুস্তক পাঠপ্রমোদে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

আমি, এই পুস্তক প্রস্তুত করণ কালীন, কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া কটাক্ষ করি-নাই; কিন্তু, অনুমান করি, ইহার স্থল বিশেষে, অবশ্যই কোন২ ভাব, কাহারো চরিত্র এবং স্বভাবের সহিত সংলগ্ন হইলেও হইতে পারে, তাহাতে তিনি, কিম্বা তাঁহারা, আমার প্রতি রুষ্ট, অথবা ক্ষুণ্ণচিত্ত না হইয়া, বরং, "চোরের মার কান্নার ন্যায়" মনে২ মনোদুঃখ নিবারণ করিবেন্।

লঘু চৌপদী।

ভাবে বুঝি অভিপ্রায়, যদি কারো লাগে গায়,
মম অপরাধ তায়, কদাচ না ধর্‌বে।
ধৈর্য্য ধরি রবে সয়ে, কিবা কার্য্য কথা কয়ে,
কীল খেয়ে ভদ্র হয়ে, কীল চুরি কর্‌বে॥
ইহাতে করিলে রাগ, বাড়িবেনা অনুরাগ,
বরঞ্চ কলঙ্ক দাগ, অতিরিক্ত ভাস্‌বে।
অতএব উপদেশ, শাম্য কর রাগ দ্বেষ
নতুবা অযশে শেষ, সাধারণে হাস্‌বে॥

তাহাতেও যদি ধৈর্য্য ধারণে অধৈর্য্য হন, তবে তাহার ফলে যে ঘটনায়, এমত বিবেচনা করিতে হইবেক, তিনি কিম্বা তাঁহারা মেথরের মস্তকের মলভাণ্ড স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বীকার করত স্বীয় শিরোভাগে সংগ্রহ করিলেন; তজ্জন্য আমি কোন ক্রমেই দোষী হইব না, ইত্যলং নিবেদনং।

শ্রীমাতাবক্রম শর্ম্মা।

সাং ঢাকা।

কৌতুক লহরী।

ঈশ্বরের ক্রিয়াবর্ণন।

পয়ার।

অনন্ত তোমার ক্রিয়া অখিল সংসারে।
অনন্ত সহস্রাননে বর্ণিতে না পারে॥
নির্ব্বিকার ব্যবহার করেছ স্বীকার।
কভু অতি সদাচার কভু কদাচার॥
ঈশ্বর তোমারে কয় জগতে বিদিত।
পঞ্চ ভূতরূপে কর লীলা প্রকাশিত॥
কখন মেদিনীরূপে প্রকাশ ক্ষমতা।
পাদুকার নীচে রও একি সুজনতা॥
সর্ব্ব জীবে মল মূত্র ত্যজে অনিবার।
শরীরের বৃদ্ধি হয় তাহাতে তোমার॥
ইচ্ছা হলে নীচগতি হও নীরাকার।
পুরীষপ্রভৃতি সব কর পরিষ্কার॥
তব শক্তি প্রকাশিত সকল ধরণী।
তরঙ্গ তুফান তুলে ডুবাও তরণী॥

যখন অনন্তমূর্ত্তি ধর কৃপাধার।
অখাদ্য তখন কিছু থাকেনা তোমার॥
সর্ব্বভক্ষ নাম তব প্রভু হুতাশন।
দেবতা ধর্ম্মের ঘর করহ দাহন।
কখন পবনরূপ করিয়া ধারণ॥
জগতে বিহর একি শক্তি সাধারণ॥
অস্থানে স্বস্থানে তব গতি সমভাবে।
পক্ষপাতশূন্য বট প্রকাশ স্বভাবে॥
কখন আকাশরূপ কার্য্যের কারণে।
ফিকির করিয়া ফাকি দিতে সর্ব্বজনে॥
অনাচার অবিচার ঘটাবার মূল।
কার সাধ্য কহে আদ্য মূল জাতি কুল॥
তত্ত্ব করি পৃথিবীর যত বুদ্ধিমান্।
করিতে না পারে তব পিতার সন্ধান॥
হিন্দুর দেবতা তুমি দেবকীর শিশু।
মুসলমানের পীর, ইংরাজের যিশু॥
দেশভেদে জাতিভেদে উপাসকভেদে।
ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধর নানা পরিচ্ছেদে॥
যখন হিন্দুর পূজা করহ গ্রহণ।
পায়স পিষ্টক অন্নপ্রভৃতি ভোজন॥

ব্রাহ্মণে সে সব দ্রব্য নিবেদন করে।
ভক্তিভাবে মন্ত্র পড়ি পরম আদরে॥
তখন সন্তুষ্ট হও ষোড়শোপচারে।
যবনের বাটী ভোগ পৃথক্ আচারে॥
তারা সব খানা দেয় গরু করি খুন।
বকরি মোরগ খাসী পেয়াজি রসুন॥
সেখানে তোমার ভক্ত নোল্লা হয়ে শুচি।
কাছা খুলে ভোগ দেয় তবে হয় রুচি॥
ইংরাজের গৃহে হেম ভোজনে প্রধান।
শ্যাম্পেন্ ব্রাণ্ডি সেরি তথা কর পান॥
মেথরের পাক সেথা ভাল লাগে মুখে।
টেবিলে বসিয়া খাও মনের কৌতুকে॥
ভোজনে তোমার কিছু নাহিক বিকার।
যথা যাহা দেয় তাহা করহ আহার॥
কারে বা সদয় হও কারে বা নিদয়।
করিতে না পারি কিছু তাহার নির্ণয়॥
কে বুঝে নিগূঢ় মর্ম্ম গাঢ় অভিপ্রায়।
বিধবা সধবা কর আপন আজ্ঞায়॥
পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম মান অপমান।
তোমার সমীপে প্রভু সকলি সমান॥

কখন একের ধন করিয়া হরণ।
অন্য জনে সেই নিধি কর সমর্পণ॥
নিজ লাভালাভে তব নাহিক প্রয়াস।
তথাপি জগতে কেহ করেনা বিশ্বাস॥
এ স্বভাবে জ্ঞান হয় মূর্খ নিরবধি।
কেমনে বলিব শুধু বিদ্যার জলধি॥
ইহাতে বিশেষ লভ্য আছে কি তোমার।
কেবল দোষের ভাগী অপযশ সার॥
ভাবিলে কেবল বাড়ে ভাবনা অপার।
কে বুঝে তোমার ভাব ভাবে নমস্কার॥

পীরের আকরবর্ণন।

পয়ার।

সুরসিক রসরাজ পরমপণ্ডিত।
দুর্জ্জনদমনকারী সাধুর সুহৃৎ॥
এ নগরে বহু দিন সুখে কাল হরি।
রাজ্যভোগে অভিলাষ পরিপূর্ণ করি॥
এক্ষণে সে মহাশয় গিয়া তপোবনে।
তপস্যা করেন সুখে বসি যোগাসনে॥

আমি এক শিষ্য তাঁর নামে জয়ঢাক।
পাপিষ্ঠের টিকি ধরি কাণে দিয়া পাক॥
আমায় দিলেন আজ্ঞা প্রভু মহাশয়।
দুষ্টের শাসন কর গিয়া লোকালয়॥
আজ্ঞাক্রমে কলিকাতা হয়ে উপনীত।
ইণ্ডিয়ামধ্যে দেখি কাণ্ড বিপরীত॥
কোন এক আধুনিক নীচের সন্তান।
ধন পেয়ে ধরণীকে করে শরা জ্ঞান॥
তাহার গোড়ার তত্ত্ব কহিব কিঞ্চিৎ।
শুনিলে সকল লোক হবে চমকিত॥
শিবপুরে ছিল কৃষ্ণমোহন ঘরামী।
তার যত আদ্য অন্ত সব জানি আমি॥
টাকায় মজুরি করে আটটার দরে।
কেহবা আগামী দিত সম্ভ্রমের তরে॥
সে জনার জাতি জ্ঞাতি নাহি নিরূপণ।
ভরসা কাটারিমাত্র জীবনধারণ॥
তাহার জনক ছিল অতিভাগ্যধর।
দুর্গারাম নাম তার জেতে সূত্রধর॥
বাটালীর কাজে ছিল বড়ই তুখড়।
কাষ্ঠের গঠন ভাল গড়িত সুখড়॥

পরে সেই ঘরামীর এক পুত্র হয় ।
তাহারে হেরিয়া কৃষ্ণ হৃষ্ট অতিশয় ।।
ক্রমে ক্রমে সেই সুতে করিয়া পালন ।
কেমন বণিকের কাছে করে সমর্পণ ।।
তাহার উচ্ছিষ্টভোগে শরীরধারণ ।
কে না জানে এই কথা প্রকাশ ভুবন ।।
অনুগ্রহ প্রকাশিয়া বণিক সুজন ।
স্বজাতির সঙ্গে তারে করিতে চলন ।।
উপাধি দিলেন দত্ত সেন মহাশয় ।
মাধব দত্তের জ্ঞাতি করিতে নির্ণয় ।।
সেই সূত্রে দত্ত বলি জানে সর্ব্বজন ।
আদি ছুতারের নাতি ঘরামীনন্দন ।।
বিধাতা কিঞ্চিৎ ধন দিয়াছেন তায় ।
এখন কায়স্থ দত্ত হইতে সে চায় ।।
ইদানী যদ্যপি কেহ পরিচয় চায় ।
বলিয়া বালির দত্ত তাহারে জানায় ।।
আস্মা খান ভারি হেরি এই জ্ঞান হয় ।
বামন হইয়া বিধু ধরিতে আশয় ।।
ঘরামীর তনয়ের ভাঙ্গিতে দেমাক্ ।
আকরের আদ্য কাণ্ড ভনে জয়ঢাক্ ।।

পীরের আচার এবং ব্যবহারবর্ণন।

পয়ার।

পীরের ক্রিয়ার কথা করিব প্রচার।
শুনিলে সকল লোকে হবে চমৎকার॥
বংশদোষ ব্যবহার কে করে লঙ্ঘন।
তার সাক্ষী নিত্য হয় ব্রাহ্মণীগমন॥
খাদ্যাখাদ্য মদ্য আদি নাহিক বিচার।
মদে মত্ত হয়ে নিত্য করে অহঙ্কার॥
ব্রাহ্মণীহরণ দোষ ঢাকিবার তরে।
ব্রাহ্মণের পদধূলী শিরোপরে ধরে॥
দেখিয়া কপট ভক্তি মনে ইহা লয়।
ব্রাহ্মণের জাতিধ্বংস করিতে আশয়॥
করেন গোকুল দান পরম যতনে।
প্রত্যহঃ গোম্মাংস কিন্তু চাই যে ভোজনে॥
লোকে বলে অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।
তার সাক্ষী দেখ এই ঘরামীনন্দন॥
ব্রাহ্মণীর প্রেমে ভুলে সুখে দিন যায়।
ভার্য্যার সহিত ভাব মাতা পুত্র প্রায়॥
এ কথা বিশেষ আছে জগতে প্রকাশ।
কর্ম্মদোষে যত লোকে হাসে বার মাস॥

সর্ব্বদা ভার্য্যাকে মানা আসিতে সম্মুখে
সে নারীর কথা শুনে মোক্তারের মুখে ॥
রসে মাখা তনুখানী মরি কি রসিক।
সঙ্গী সুরসিক দেখি তাহার অধিক ॥
এ সব দুঃখের কথা কার কাছে কই।
দলপতি হতে চায় দিয়ে ফেরাসই ॥
যেই জন ধর্ম্ম কর্ম্ম জাতিজ্ঞাতিছাড়া।
কি ধর্ম্মে সে ধর্ম্ম নিয়ে দেয় মাথানাড়া ॥
যার কীর্ত্তি দেখে ধর্ম্ম হন গঙ্গাপার।
কি সাহসে করে সেই জাতির বিচার ॥
যে না দেখে নিজদোষ তাদের প্রমাণ।
জাতি ক্ষুদ্র পর ছিদ্র সে করে সন্ধান ॥
ছোট মুখে বড় কথা সর্ব্বদাই ভাবে।
শুনিয়া সুবুদ্ধি লোক হাসে পরিহাসে ॥
দেশের নিকটে কোঁক নাহি রয় ছাপা।
আমিও পাপির পাপ কর্ম্ম করি ছাপা ॥
স্মরণ করিয়া সেই বালাণ্ডার পীরে।
সকল গোপন কথা কহিলাম চিরে ॥
আচার ব্যাভার করি সংক্ষেপে বর্ণন।
জরচাকে কাটা মেরে চাকীর গমন ॥

মশালী ফকীরের নিকট পীরের হিসাব গ্রহণ ॥

পয়ার ॥

বাঙ্গালায় বড় পীর হইয়া বাহির।
যেখেছ জঙ্গরা পূর্ব্বে করেন জাহির ॥
পূর্ব্বদেশে প্রচারিত পীরত্ব প্রচুর।
সন্দ্বিপে সহরে তারি মহিমা প্রচুর ॥
বাহির সিমুলা দেখি মনোহর স্থান।
শিবশিবাসন্নিকটে সুখে অধিষ্ঠান ॥
ঠনাঠন্ বাজে ঘন্টা ঠনঠনে পুরে।
দর্গার বাহার দেখে দুঃখ যায় দূরে ॥
জুটেছে যথেষ্ট চেলা নেয়াড়া আকাড়া।
না ছোঁড়া না বুড়া মর্দ্দ বেবাক আকাঁড়া ॥
যে যায় দর্গায় তায় সদয় সে পীর।
দেখে মিলে গেছে মস্ত মশালী ফকীর ॥

এ পীরের মহিমার সীমা দিতে নারি।
পুরুষ আকৃতি কিন্তু ষণ্ড নর নারী ॥
তিন মূর্ত্তি ধরি প্রভু স্ফূর্ত্তি দেন কত।
যখন যেমন ভাব হয় মনোগত ॥

ফকীর বলিছে মোর কি আছে কুদরৎ ।
গোলামের গুণ জ্ঞান সকলি হজরৎ ॥
বন্দার তরফে খোদ মালীক হুজুর ।
হিসাবী কেতাবী কামে আমিতো মজুর ॥
আমার আক্কেল বেআকুল এই আশা ।
যে আশায় হুজুরের পূর্ণ হয় আশা ॥
পীর বলে আমি তোর গুণ ভাল জানি ।
সাধে কি খাওয়াই রোজ মিঠা পান পানি ॥
আরোতো ফকীর আছে হাজার হাজার ।
তারা কি মিটাতে পারে দেলের আঁধার ॥
সুভান্ সুভান্ ভালা নামাজ পোক্তাই ।
কে জানে মর্দ্দানী তোর কার্দ্দানী ছাকাই ॥
খয়ের করিব বেটা তুই মোর জান্ ।
তোর মত কেবা দেয় আমারে আছান্ ॥
অন্যে কি জানিতে পারে মোর কেরামত্ ।
হামেসা রাখিব আমি তোরে সেলামত্ ॥
এই রূপে প্রতিদিন আমোদ আহ্লাদ ।
করিয়া ফকীর পায় পীরের প্রসাদ ॥
অদ্যকার মত হল বাদ্য সমাপন ।
রগড় তুলিয়া জগদ্বন্ধের গমন ॥

শুভকার্য্য আরম্ভিলে, ফকীরের বামপাশে,
নারীগণে পীরেরে বসায়।
বর কন্যা দুই জনে, শুভক্ষণে দরশনে,
সকলের দুঃখ দূরে যায়।
তার পরে মোল্লা আসি, কুর্ব্বিতে হাসি হাসি,
শুনাইয়া সাবিয় কোরাণ।
নব পুষ্প নাড়ি পাড়ি, পাড়িয়া বিষম দাগ,
প্রাতিদিন হইল পরকাশ॥
দুলহের মত পরে, পড়াইল কন্যা বরে,
শুভকর্ম্ম করে সম্পাদন।
পীরের রমণী যিনি, আপনি আসিয়া তিনি,
উভয়েরে করিলা বরণ।
সঙ্গে সত নারীগণে, বর কন্যা দুই জনে,
ঘরে লয়ে পালঙ্কে বসায়।
কৌতুক করিয়া দান, রাখি উভয়ের মান,
উলুদিয়া কৌতুক জানায়॥
রামমণি রাধামণি, প্রভৃতি যতেক ধনী,
মলো দেয় ফকীরের কান।
কেহ আসি তাড়াতাড়ি, ধরি ফকীরের দাড়ী,
দুইহাতে কোষে দেয় টান॥

না বুঝে বিশেষ রস, সাধে কি হয়েছি বশ,
তপস্যা করি আজীবন ।
আশালতা ধরি করে, মম আশা পূর্ণ করে,
আশাপাশে সেবি সে চরণ ॥
আহা মরি মনে নাই, সে আশায় দিলি ছাই,
কিনা নাই হলো এত সব ।
[illegible] সাধের ফকীর হবে,
নাড়িভুড়িতে করে অগৌরব ॥
গাইলি [illegible] প্রমাদ, পলালো ফকীরচাঁদ,
হলো বাদ সব শুদ্ধ কাব ।
কুলের বাহির হয়ে, রহিব ফকীর লয়ে,
লাজের মাথায় মেরে বাজ ॥
শ্যামাবুড়ি দূরে থেকে, ফকীরের শাস্তি দেখে,
হয়ে অতি বিষাদিত মন ।
ফকীরের মুখে বারি, ঘন ঘন শ্যামা নারী,
দিয়া তারে করে সচেতন ॥
শেষে পীর সন্ততমে, কহিতেছে নারীগণে,
ক্ষান্ত হও ধরিতেছি পায় ।
করিলাম অঙ্গীকার, তোমাদের সবাকার,
সমুচিত করিব বিদায় ॥

মুখরা প্রখরা অতি, শ্যামা-সখী রসবতী,
বলে বল কি দিবে লো পীর? ।
মনেতে কি অভিলাষ, কর তাহা সুপ্রকাশ,
শুনে যাই সবে হয়ে স্থির ॥
পীর বলে এই পণ, শুন সব সখীগণ,
দণ্ড দিব সামাজিক ছলে ।
তোমাদের মনোমত, দিব ভেট নানামত,
বাছিবনা দলে কি বিদলে ॥
তৈল ঘড়া বস্ত্র থাল, থালাগুলা যোড়াশাল,
নগদ নগদ পাত্র বুঝে ।
করিবনা আশা ভঙ্গ, তোমাদের অন্তরঙ্গ,
সকলেরে দিব খুজে খুজে ॥
এইমত পেয়ে আশ, যায় নিজ নিজ বাস,
রামাগণ হরিষ অন্তরে ।
করে পীর আয়োজন, করেছিল যাহা পণ,
সামাজিক দিতে ঘরে ঘরে ॥
করি সেই উপলক্ষ, নাহি ভাবে পক্ষাপক্ষ,
লক্ষ করি দেয় সামাজিক ।
ভদ্রে নাহি স্পর্শ করে, সমাদরে [illegible] ধরে,
আধুনিক যতেক ব্যালীক ॥

সৃষ্টি আছে চিরদিন, পীর হয় মার্গহীন,
এবে মার্গ হইল প্রচার।
গুহ্যলীলা চমৎকার, রচিল সানাইদার,
মশালীকে করি নমস্কার॥

তস্করোদ্যানে ব্রহ্মদৈত্যের সহিত সাক্ষাত্ত
হইয়া স্কন্ধকাটা এবং বেতালের
কথোপকথন।

পয়ার।

যমরাজ করিবেন পুনরাগমন।
রাজকৃষ্ণ এই বার্ত্তা করে বিজ্ঞাপন॥
সেই বার্ত্তা পেয়ে তাঁর যত অনুচরে।
নানাদিগ হতে সবে আসিছে নগরে॥
স্কন্ধকাটা ব্রহ্মদৈত্য দানা যক্ষ ভূত।
প্রসিদ্ধ বেতাল তাল আদি যত দূত॥
অতি বেগে ব্রহ্মদৈত্য আসিছে বিমানে।
স্কন্ধকাটা সহ দেখা তস্কর উদ্যানে॥
তারে হেরি মনে বড় পাইয়া আহ্লাদ।
জিজ্ঞাসিল ব্রহ্মদৈত্য কুশল সংবাদ॥

প্রণাম করিয়া বলি আপন কুশল।
সংক্ষেপে শুনিল ব্রহ্মদৈত্যের মঙ্গল॥
পরে স্কন্ধকাটা বলে শুন মহাশয়।
টৈটনিয়া পাল্কি দেখে হয়েছি বিস্ময়॥
নাজির হইলা তথা বাজাগুব পীর।
দেবলোকে অতিশয় করেছে অস্থির॥
দিবা নিশি ব্রাহ্মণীরে করে সে সম্ভোগ।
ব্রাহ্মণের হবে পীর এত ভারি রোগ॥
সম্প্রতি সে পীর দেয় সন্তানের বিয়া।
সমাধান করে কার্য্য পাতিনেড়ে নিয়া॥
গোলামী এমামী ফিক্ মুরাদি দর্ব্বারি।
এরা যত বরযাত্র যায় সারি সারি॥
যেমন পীরের পুত্র অতি মান্যমান।
শ্বশুর মিলেছে তার পিতার সমান॥
বিবাহের পরে পীর করে বিতরণ।
দোশালা তেশালা শালা পাত্র যে যেমন॥
সমস্ত ভেড়ুয়া পাতিনেড়ে পায় দান।
বঞ্চিত সৈয়াদ সেখ মগল পাঠান॥
কিকব পীরের বড় দানের কার্দ্দানী।
অপাত্রের পাত্র ভরা সুপাত্রে গর্দ্দানী॥

সামাজিক দেয় পরে করে বড় জাঁক।
সহরের ধনি যত হেরিয়া অবাক॥
দেখিয়া দানের দাঁড়া ভাসি আঁখিনীরে।
যত্ত সণ্ডা খায় মণ্ডা সাধু যায় ফিরে॥
পরিবার সবাকার খাদ্য চালিভাজা।
বেশ্যালয়ে নিত্য হয় লুচি গজা খাজা॥
পিতৃ জ্ঞাতি তারা দ্বারে দ্বারে পেতে হাত।
ভিক্ষা উপজীবি হয়ে করে দিনপাত॥
আত্মগণে ভালদ্রব্য যদি কেহ চায়।
সে কথা শুনিয়া পীর ক্রোধে বলে তায়॥
যোগাব বাহিরে ঘরে সমান খোরাকী।
নগরে করিতে বাস দিবিনা তোরা কি!॥
শুনিয়া বাক্যের ভাব বুঝিয়া নিতান্ত।
মনে মনে ভণে তারা হাজার বাপান্ত॥
বিপরীত এই রীত করিয়া শ্রবণ।
ব্রহ্মদৈত্য হাস্য আস্যে কহিছে তখন॥
বিবাহের অগ্রে লোক দেয় সামাজিক।
তাহা কি জানেনা এই পাপিষ্ঠ ব্যলীক?॥
শুভকর্ম্ম সমাপন হলো বহুদিন।
এবে সামাজিকে মন একি বুদ্ধিহীন!॥

কোন্ ভদ্রলোকে নয় সামাজিক পরে।
কোন্ গর্দ্দভেতে ইহা নিধানি না করে॥
পারিবদে শাল পায় বিবাহের শেষে।
নাহি শুনি এপ্রকার কভু কোন দেশে॥
বোধ করি সামাজিক শাল বিতরণ।
বিবাহ উদ্দিশ্যে নয় অন্য প্রকরণ॥
এই কথা কাহে যথা তারা দুই জন।
বেতাল আসিয়া তথা দিল দরশন॥
বেতালে দেখিয়া দোঁহে হরষিত মন।
তিন জনে ক্রমে ক্রমে করে আলিঙ্গন॥
ব্রহ্মদৈত্যে জিজ্ঞাসিল বেতাল দুর্জ্জয়।
কি আছে বিশেষ বার্ত্তা বল মহাশয়॥
স্কন্ধকাটা সন্নিধানে যে সংবাদ পায়।
বেতালেরে ব্রহ্মদৈত্য সেসব জানায়॥
শুনিয়া বেতাল বলে স্কন্ধকাটা ছোঁড়া।
না জানে নিগূঢ় মর্ম্ম ইহার যে গোড়া॥
যে কারণে শাল সামাজিক বিতরণ।
হইয়াছে শুন তার সার বিবরণ॥
পৌত্রপুত্র বিবাহের উপলক্ষে নয়।
গুহ্য উপলক্ষে দান জেনেছি নিশ্চয়॥

সুবিখ্যাত বালাণ্ডার গোরাচাঁদ পীর ;
ঝাঁকাড়া মশালী এক রাখে সে ফকীর ॥
নিত্য রেতে গুহা পথে ধরে সে মশাল ;
অনোশিন নষ্ট করে পালাল কপাল ॥
লোকে বলে পীর হয় শূন্য গুহ্য-দেশ ।
ভক্তের নিকটে ব্যক্ত আছে সবিশেষ ;
পীরে রাখে গুহ্যমধ্যে করি দ্বার রোধ ;
ভাবি পীর ফকীর না করে অনুরোধ ॥
ধরণী ধরেন পীর ঠেকাইয়া দাড়ি ।
ফকীর খুলিয়া ঝাঁটে কাঙ্গিয় ঝাড়ি ॥
অবশেষে বোমা ঠেসে কসে দেয় চাপ্ ।
উল্লাসে সম্ভাষে পীর জেলা মোর বাপ্ ॥
দৈবের ঘটনে এক দিন অকস্মাৎ ।
কর্ম্মদোষে মর্ম্মভেদী হয় রক্তপাত ॥
রক্ত দেখে শক্ত ভক্ত ব্যক্ত করে কয় ;
এত দিনে খোদা তালা হইল সদয় ॥
আমার হইল শ্রম সকলী সফল ।
আমা প্রতি করি কৃপা দেখালেন ফল ॥

এজন্য খোদার নামে লাগাও শিরনাং।
জামাম মোহোর শাল দোশালা বনাত্॥
তৈল ঘড়া আলতা পান হরিদ্রা সুপারি।
সমাজেতে সামাজিক জল্দি কর জারী॥
ফকীরের উপদেশ পাইয়া সত্বরে।
পুনর্ব্বিবাহ হেতু পীর আয়োজন করে॥
আনাইল যণ্ডা ষণ্ডা গণ্ডা গণ্ডা এণ্ড।
কাহারো বা ক্ষীণ মাজা কারো পেট লেণ্ড॥
কাহারো বা ঝোলা ম্যানা হাঁটুতে গড়ায়।
বিল্বতুল্য কারো কুচ বক্ষে শোভা পায়॥
সুরূপা কুরূপা নারী আনি বহু জন।
স্বীয় পুনর্ব্বিবাহ পীর করে সমাপন॥
অবশেষ সামাজিক দেয় স্থানে স্থানে।
এত কাণ্ড করে ভণ্ড গুহ্যের কল্যাণে॥
নিগূঢ় গোপন কথা করিয়া বর্ণন।
সেঙ্গাল পীরের পালা করে সমাপন॥

পীরের কাহিনী সমাপ্ত।

ব্রহ্মদৈত্যের সহিত মিত্রপাড়ার ঘোড়া-
ভূতের, বহুকালের পর, সাক্ষাৎ হইয়া

কথোপকথন।

ব্রহ্মদৈত্য। কিহে ঘোড়াভূত? কাসিক মঙ্গল তো?
এত দ্রুত কোথায় গমন হইতেছে?

ঘোড়াভূত। কেও দৈত্যরাজ! প্রণাম হই।-আমি
আপনকার নিকট যাইতেছি। আমার-
দিগের পরম পরাৎপর রসরাজ প্রভুর বি-
চ্ছেদে জ্ঞানশূন্য হইয়া মরণাপন্নভাবে রহি-
য়াছি; শুনিলাম তিনি অতিশীঘ্র পুনরায়
লোকালয়ে উদিত হইবেন; এই শুভ সমাচার
প্রাপ্তিমাত্রে আমি, আস্তে ব্যস্তে, আপনকার
সমীপে, ইহার সটীক সংবাদ প্রাপ্ত্যভিলাষে,
গমন করিতেছিলাম, দৈবক্রমে, মেঘ চাই-
তেই, জগদীশ্বর জল দিলেন।

ব্রহ্মদৈত্য। বাপু অশ্ব! তুমি যাহা শুনিয়াছ, তাহা
অলীক নহে; প্রভু রসরাজ লোকালয়ে আ-
সিয়া প্রথমতঃ দলোদিগের দলন, এবং খলো
দিগের খলতা ক্ষালন করিবেন। এই ঘোষণা
তিনি আপন চিহ্নিত ভক্তের দ্বারা ব্যক্ত ক-
রিয়া তাঁহার যাবতীয় অনুচরকে ঐ সকল মূঢ়

ব্যক্তির ঘৃণিত স্বভাব এবং কদাচার ব্যবহার সমস্ত, অনুসন্ধানপূর্ব্বক, লেখনীবদ্ধ করণের আদেশ করিয়াছেন, অতএব অশ্বরাজ! বল দেখি, তুমি এইক্ষণে কোন্ স্থান হইতে কোন্ স্থানপর্য্যন্ত অধিকার করিতেছ? এবং তথাকার সমাচারই বা কি?

ঘোড়াভূত। প্রভু! আমি এইক্ষণে প্রাচীন হইয়াছি! অধিক লাফ কিম্বা দৌড়ধাপ করিতে পারি না। কেবল মালির বাগান অবধি সোণাগাজী পর্য্যন্ত, প্রতি রাত্রে, গস্ত করিয়া থাকি; আমার এই অধিকারমধ্যে অতিভয়ঙ্কর, বিড়াল তপস্বির ন্যায় একটা তক্কনিটল আছে তাহার ভয়ে কলিরাজ সর্ব্বদা হৃদকম্পিত। সেটা, বিশ্বনিন্দক, বিশ্ববঞ্চক, বিশ্বহিংসক, বিশ্বাসঘাতক,-কৃতঘ্ন এবং বিজাতীয়কামুক। এই ভয়ানক অপকৃষ্ট স্বভাবে যদিও পরমেশ্বর তাহাকেই তাহার বংশধর করিয়াছেন, এবং সাধারণে ঘৃণিত হইয়াছে, তথাপি সে পাপিষ্ঠের চেতনা কিম্বা [illegible] নাই। আমি ঐ দুরাত্মার যে কয়েক স্বভাব ব্যাখ্যা করিলাম, তাহা আপনকার সন্নিধানে, সময়ক্রমে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া প্রমাণ সহ প্রকাশ করিব।

ব্রহ্মদৈত্য। তুমি যে দুরাত্মার স্বভাব ও চরিত্রের কথা ব্যক্ত করিলে, ইহা লিপিবদ্ধ হইবার উপযুক্ত বটে; ইহার বিস্তারিত পশ্চাৎ শুনিব, কিন্তু আপাততঃ তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, এই ভক্তবিটলের পিতার স্বভাব ইহা অপেক্ষা অপকৃষ্ট, কি উৎকৃষ্ট ছিল?

গোদাভূত। হায় প্রভু! এও জাননা,—সে ছিল "কাফিন্-চোর" এ আবার "ম্যাক্‌খারা" যেমন লোকে বলে—"বাপে দিলে ঢোলে কাটি বেটা দেয় ঢাকে"—এটা সেই বেটার বেটা—ইহার বাপ্ কেবল দুঃখি-প্রাণির অন্ন হন্তা, এবং কিছু হাতটান্ ছিল; এইমাত্র।

ব্রহ্মদৈত্য। বাপু তুরঙ্গ! এই দুরাত্মার পিতার নাম কি?

গোদাভূত। কে জানে প্রভু! কিসের বেটা রাধা-কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল,—এত কথায় ফল কি?

ব্রহ্মদৈত্য। বাছা, রাগ করই-কেন? ছি-! দুটা বেশী কথা জিজ্ঞাসা করাতে দোষই বা কি আছে? অতএব বল দেখি, ঐ পাপাত্মার পিতা কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিত? এবং কাহারো সহিত সরল ব্যবহার করিত কি না?

ঘোড়াভূত। প্রভু! সেটা চিরকাল দেবালয়ে এক
গহ্বরের মধ্যে থাকিত; আর সরল স্বভাবের
কথা কি বলিব, পাতনে পাইলে, বড়ের সহিত,
গম্ভাধার মর্ম্মস্থান ধরিয়া আঘাত করিত।
ব্রহ্মদৈত্য। বাছা অশ্ব। তুমি যে ঐ দুরাত্মার পি-
তার হাতট লেন কথাটা বলিলে সে কিরূপ?
ঘোড়াভূত। দৈত্যরাজ! বলবো কি? বাপরে৷!
সেটা ভারি লোভী ছিল। অভাগা, চিরকাল
দেবাশ্রমে পালিত হইয়া, পরিশেষ দেব
কোষসহিত ধন গালে পরিয়াছিল,—অন্য
প্রকারে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় নাই,—অবশেষ
হনুমানের আম্রভক্ষণের ন্যায় সেই ধন গল
মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকে। হনুমান্ যেমন
রামচন্দ্র স্মরণ করিয়া রক্ষা পায়, ইহাকেও
স্বীয় পুত্রসহিত সেই প্রকার রামচন্দ্রচরণ
শরণপূর্ব্বক পরিত্রাণ পাইতে হইয়াছিল।
ব্রহ্মদৈত্য। হা ধর্ম্ম! ইহার ভিতর এত মর্ম্ম,—যাহা-
হউক, বল দেখি, আর একটা কথা তোমাকে
জিজ্ঞাসা করি, এই মহানগরী কলিকাতা
মধ্যে, ধর্ম্মসভা এবং ব্রহ্মসভাসংক্রান্ত, অনেক
গুলি দলপতি, এবং কথকগুলি সেই সেই
দলাক্রান্ত ব্যক্তি আছে, ইহার মধ্যে তোমার

উক্ত দুরাত্মা কোন্ শ্রেণীভুক্ত? অর্থাৎ দল-পতি—না, দলভুক্ত?।

পোড়াভূত। মহাভারত! এমন মহাপাতকিকে কোন্ ব্যক্তি দলপতি, কিম্বা দলভুক্ত, করিবে। এই পাপিষ্ঠ কেমন—যেমন "ঢাল নাই খাঁড়া নাই অক্রূর সর্দ্দার"। প্রভুগো! এটা প্রকৃত "ধর্ম্ম বাঘা"—এই হতভাগার বচনে যথেষ্ট ধর্ম্মের কেঁড়িপি আছে, কিন্তু কাজের বেলা "টৈরের আঙ্গুল"।

ব্রহ্মদৈত্য। বাপু ভুরঙ্গ! যদি ঐ দুরাত্মা স্বয়ং দল-পতি কিম্বা কোন দলভুক্ত নহে, তবে কি কারণে সে, প্রসিদ্ধ রায় বাবুর বাটীর নিমন্ত্রণ স্বীকার সূত্রে, আপন ভগিনীপতির প্রতি এত হুমক্ ধমক্ করিয়াছিল?

পোড়াভূত। দৈত্যরাজ! একথার ভাবার্থ বলিতে আমি সমর্থ নহি, কেননা দুরাত্মার ঐ ভগিনী-পতি, জগদ্বিখ্যাত, রায় বাবুর মন্ত্রশিষ্য, সে ব্যক্তি গুরুত্যাগী নহে, এবং সে চিরকাল ঐ রায় বাবুদিগের উচ্ছিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া চরিতার্থ হইয়া আসিতেছে। একথা সাধার-ণের অবিদিত নাই, বিশেষতঃ উক্ত মহা-পাতকির পিতা, যখন ঐ জামাতাকে কন্যা

সম্প্রদান করত স্বীয় কুল এবং মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিল, তখন, প্রয়োজনানুরোধে, ঐ জামাতা পতিত ছিল না, সে যাহা হউক, যদি ঐ দুরাত্মার পিতা, প্রথমে জামাতার সমন্বয়, কিম্বা বিধিপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া পরে কন্যা দান করিত, এবং তৎপরে যদি ঐ ব্যক্তি গুরুসংসৃষ্ট দোষী হইত, তবে তাহার প্রতি পেড়াপিড়ী, অথবা রাগ প্রকাশ করা সম্ভাবিত ছিল, নতুবা "যার জন্ম গেল ছেলে খেয়ে তারে এখন বলে ডাইন"। প্রভু গো! অনুমান করি প্রাচীনা ভগিনীর ভার বহন করিতে ঐ মহাপাতকির এইক্ষণে কষ্ট বোধ হইয়াছে।

ব্রহ্মদৈত্য। বাছা অশ্ব! বল দেখি, ঐ দুশ্চরিত্রের পিতা, এতন্নগরস্থ কোন দলভুক্ত ছিল কি না

ঘোড়াভূত। হাঁ প্রভু—ছিল বটে; কিন্তু সে ঘটনা স্বেচ্ছায় হয় নাই—দেববলে, বলাৎকারে ঘটিয়াছিল—ফলে তাহা শেষ রক্ষা পায় নাই—তাহার স্বভাবদোষে, দেবদ্বার, এবং ভবানীর ধর্ম্মের দ্বার, উভয় দ্বারেই কপাট পড়িয়াছিল।

ব্রহ্মদৈত্য। আমি শুনিয়াছি ঐ দুরাত্মার একটা ভাগিনেয় আছে, সেটা নাকি এই সহরের এক জন গণনীয় দলপতি,—বোধ করি সেই সলো ভাগিনেয়ের ভয়ে, ঐ নির্ব্বংশে, এত আঁটাআঁটী করিতেছে, একথা কি সত্য?

মেোড়াভূত। হ্যাঁ!-আমার পোড়া কপাল!! যেমন "গরুড়ের বংশে দুর্গা টুন্টুনী" এই নির্ব্বংশের ভাগিনেয়ও সেইরূপ দলপতি। প্রভুগো! যখন দলাদলী কাণ্ডে কোন ব্যক্তিকে শাসন করিবার ইচ্ছা হয়, (তাহাতে পারগ হউক বা না হউক) তখন ঐ মহাপাতকী,—স্বয়ং অন্য ভদ্রলোকের নিকট ঘেঁশ পায় না—সুতরাং "ছাই ফেল্তে ঐ ভাঙ্গাকুলা" বাহির করে। প্রভুগো! দুঃখের কথা কি বলিব— ঐ ভাগিনেয় ছোঁড়ার, "গায়ের আঁতুড়ে গন্ধ যায় নাই"—সেটার পাকাম বাক্য শুনিলে এবং রঙ্গ ভঙ্গ দেখিলে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায়, ছোঁড়ার "ছুঁচপানা পোঁদটী, বন্দুকপানা আওয়াজটী"। বল্‌ছি বটে প্রভু, সেটারই বা দোষ কি,—পেটের দায়ে করে—"অন্নস্য পুরুষো দাসঃ" অতএব কাজে কাজেই ঐ ছোঁড়া বাহুরের বানরের ন্যায় কখন কড়ির

টুপি মস্তকে ধারণ করিয়া, মন্সারামের মত, দুঃখের ভার বহন করে, কখন বা, সক্রিগামী, পার হইতে যায়, ইত্যাদি। হে দৈত্যনাক্ষ! সারি শেষ হইল,—অদ্য আমারদিগের কথো-পকথনের বিরাম হউক; ক্রমে সকল নিগূঢ় কথা ব্যক্ত হইবে,—আপাততঃ আমার কৃত একটা কবিতা শ্রবণ করুন।

পয়ার।

বিশ্বামিত্র গোত্রে এক জন্মিয়াছে গঙ্গা।
নবরঙ্গ কুলে সেই তুলিয়াছে ধ্বজা॥
ভ্রমেও না করে কভু ইষ্ট আলাপন।
সতত ভদ্রের কুৎসা লইয়া জল্পন॥
গুণে জ্ঞানে দানে ধ্যানে কিসেই বা কমী।
গাঁড়ুচেরা বিদ্যা নিজে সাক্ষাৎ পঞ্চমী॥
অতুল গাম্ভীর্য্য ভারে বসে যায় মাটী।
মিষ্টভাষী মুখ যেন মেথরের টাটী॥
মজুর অপেক্ষা হেয় পরিচয় রাজ।
কৃষ্ণনাম বলে ফলে করে দুষ্ট কাজ॥
উদ্ভব উত্তম কুলে ছুঁলে হয় পাপ।
বিশ্ববৈরী বিশ্বদ্বেষী বচনে প্রলাপ॥

দেখি ব্যবহার ধর্ম্ম তাপিত জীবনে।
আত্মঘাতী হয়ে বুঝি প্রবেশে জীবন॥
তাহাতে দুরাত্মা মনে নাহি করে ক্ষোভ।
পরদারে পরধনে সর্ব্বদাই লোভ॥
লোকেরে জানাতে করে পুরাণ শ্রবণ।
ধর্ম্মকাহিনীতে তোরা নাহি দেয় মন॥
অভিপ্রায় ভ্রমে তার লোকে দিতে ফাঁকি।
ধর্ম্মের কবিতা পড়ে যেন তোতা পাখী॥
সামর্থ্য নাহিক তার অর্থ বুঝিবার।
কেবল সাপের মন্ত্র পড়া মাত্র সার॥

গত বুধবার যামিনীযোগে মিত্রপাড়ার ঘোড়া
ভূত, মশ্‌জীদের উপর বসিয়া পরমানন্দে
প্রতিপদের চাচর দেখিতেছিল, ইতি-
মধ্যে ব্রহ্মদৈত্য তথায় উপস্থিত
হইয়া পরস্পরে কথোপকথন।

ঘোড়াভূত। আজ্ঞে আজ্ঞে হউক! আজ্ঞে আজ্ঞে হউক! প্রণমামি,—অদ্য আমার সুপ্রভাত প্রভুর কি অভিপ্রায়ে পুনরায় এস্থানে আবির্ভাব, সমুদায় মঙ্গল তো?

ব্রহ্মদৈত্য। হাঁ বাপু—তোমার কল্যাণে সকলি মঙ্গল। বাপু হে! তোমার সহিত সে দিবস রাত্রে আমার যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল, শুনিলাম, সেই সূত্রে নাকি বিষম হুলস্থূল লাগিয়া উঠিয়াছে?

ঘোড়াভূত। প্রভুগো! বলবো কি! সেই কথায় দুরাত্মার মাথায় যেন মুগুর পড়িয়াছে, সেই আঘাতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া, বিক্ষিপ্ত চিত্তে, একবার প্রভাকরসম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পায় ধরিয়া ঘেউ ঘেউ করে—একবার সিমুলীয়া,—একবার শোভাবাজার,—একবার ইটালি,—এই প্রকারে স্থানে স্থানে নান

দেবালয়ে গিয়া সেটা চীৎকার ছাড়িয়া বে ড়ায়, কিন্তু কোথাও যত্ন পাইল না। সকলেই উহার অমাঙ্গল্য ক্রন্দনে দূরীকৃত করিয়া দিল। কি করে। নানা চিন্তা করিয়া বিবেচনা করি লেক,—গিমুলীয়ান্থ দেবালয়ে এক্ষণে কুক্কুর যথেষ্ট আদরণীয়,—পরিশেষ তথায় উপস্থিত হইয়া ঘোড়াশিবের মন্দিরে গিয়া হত্যা পাড়িল—সুতরাং সেই স্থলে কিঞ্চিৎ আদর পাইয়া একেবারে সেটা মস্তকে চড়িয়া বসিয়াছে।

রক্তদৈত্য। বাপু ভুরঙ্গ! উহার প্রভাকরসম্পাদকের পায়ে ধরার বিশেষ তাৎপর্য্য কি ছিল?

ঘোড়াভূত। প্রভুগো! রামচন্দ্রের চরণ স্মরণ করিয়া উক্ত দুরাত্মার পিতা একবার ঘোর বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল,—তাহার বিস্তারিত সে দিবস নিবেদন করিয়াছি,—এবারে, সেই সাহসে, ভূতের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত রামচন্দ্র গুপ্তের শরণ লইতে গিয়াছিল। দুরাত্মা জানে না, আমরা গঙ্গাতীরের ভূত;—রামনামে পলায়ন করি না,—রামকবচে ভীত নহি,—রামনাম মস্তকে

ধারণ করিয়া রামকবচে প্রস্তাব করিয়া দিয়া থাকি। আমাদিগের এই অতুল ক্ষমতা যদি, ঐ মহাপাতকী, জানিত, তবে প্রভাকর সম্পাদকের শরণ লইত না।

ব্রহ্মজ্ঞ। আমি শুনিয়াছি, ঐ হিংসক দুরাত্মা সিমুলীয়াস্থ দেবালয়ে গমন করে না, যেহেতু তথায় যাতায়াতে তাহার পিতার নিষেধ বাক্য আছে, সে আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া যখন, ঐ দুরাত্মা, তথায় গমন করিয়াছে, তখন অবশ্যই ইহার কোন বিশেষ তাৎপর্য্য থাকিতে পারে।

বোতলভক্ত। প্রাচীনেরা বলেন, "গোভক্ত আর মাগুড়ে দুই সমান" ইহারদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম, সম্ভব অসম্ভব, কিছুই জ্ঞান থাকে না, প্রভু গো। পিতৃ আজ্ঞা কোন্ * *।। কিন্তু প্রভু ঐ বিদূষক পিতৃ আজ্ঞা কলে কৌশলে এক প্রকার পালন করিয়াছে, যেহেতু সে, দেব পুরীমধ্যে, প্রবেশ করে নাই, কেবল ঘোড় শিবের ঘোড়া মন্দিরের চাতালে গিয়া বসিয়াছিল, ইহাতে বড় দোষার্পণ করা যাইতে পারে না। তাহার প্রমাণ দেখুন,—যেমন ছাগ মাংস আহার করিলে বৈষ্ণবেরা বৈষ্ণব

স্বেচ্ছানুসারে ঐ দুরাত্মাকে দলভুক্ত করিয়াছেন?

ঘোড়াভূত। হে দৈত্যরাজ! আর কি সেরূপ আছে না সে অবোলা আছে! যদি প্রকৃত দলপতিরা জীবিত থাকিতেন, তবে কি এমন অপ্রসিদ্ধ কার্য্য হইত? তাঁহারা অবশ্যই স্বীয় বন্ধু এবং সভ্য মনুষ্যগণের মতক্রমে ঐ মদ প্রতি অপকৃষ্ট দুরাত্মাকে সংগ্রহ করিতেন এক্ষণে দলপতি নাই—দলপতি—ইঁহারা দলভুক্তের মর্য্যাদা কি জানিবেন? ইঁহারা মনে করেন দলস্থ ব্যক্তিগণ অনুমতির অধীন—উঠিতে বলিলেই উঠিবেন—বসিতে বলিলেই বসিবেক.

প্রহ্লাদৈত্য। সম্প্রতি দলপতি, অথবা তাঁহাদিগের দলস্থ কোন ব্যক্তির ভবনে সমারোহের ক্রিয়া উপস্থিত নাই,—কিম্বা ঐ দুরাত্মা, কোন ক্রিয়া উপলক্ষে, দলপতি পরিবারকে আহ্বান করে নাই—অতএব তুমি কিরূপে বিবেচনা করিলে, এ হতভাগা দলভুক্ত হইয়াছে?

ঘোড়াভূত। হো হো হো! প্রভুগো! তুমি মরকের সময় বাড়ী ছিলেন না? এই মহানগরে যুগপ্রলয় হইয়া গিয়াছে—আপনি কোন

গোচারণ ক্রীড়া করেন। সেই বাটী। ইহাতেও যদি আপনি বুঝিতে অশক্ত হন, তবে আরো কিছু বিশেষ করিয়া বলি, তাহাতে অনায়াসে আপনকার বোধগম্য হইবেক। ঐ বাটীর দক্ষিণাংশে বৃহৎ একটা নিম্ববৃক্ষ আছে, তাঁহার ছায়ায় রজকীর এক গর্দ্দভ বাস করে,—সেই গর্দ্দভ ধোপানীর ভাতের কাঠী-পর্য্যন্ত বহন করিয়া থাকে। কেমন প্রভু! এখন বুঝেছেন?

ব্রহ্মদৈত্য। হাঁ—বাপু! তোমার কল্যাণ হউক—ঐ বাড়ীটা এতক্ষণের পর চিনিলাম। বাপু তুরঙ্গ, বল দেখি, ঐ শ্রাদ্ধীয় সভায় বিখ্যাত রায় বাবুর সংসর্গী, কোন বিখ্যাত মহৎ ব্যক্তির আহ্বানদ্বারা অধিষ্ঠান হওয়া হইয়াছিল কি না?

ঘোড়াভূত। হুঁ! অভাব কি-যথেষ্ট-। নীলমণি বাবু,—অভয় বাবু,—হরমোহন বাবু,—দিগম্বর বাবু—প্রভৃতি অনেকেই নিমন্ত্রিত হইয়া সভাস্থ হইয়াছিলেন। প্রভু কেমন? যদি আরং লোকের নাম শুনিবার আবশ্যক থাকে তবে বলুন।

ব্রহ্মদৈত্য। না বাপু, আর কেন? অনেক হইয়াছে, কিন্তু বাপা অশ্ব, একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে। ইটালীয়দেব বাবুর ঐ সভায় উপনীত হওয়া হইয়াছিল কি না?

ঘোড়াভূত। প্রভু! এই কথাটী, আপনকার, উন্মত্তের মত বলা হইল, যেহেতু সে ব্যক্তি মহাধার্ম্মিক,—প্রাচীন,—বিজ্ঞতম,-বিবেচক, এবং বুদ্ধিমান; তিনি কি রাজ মজুরের পরামর্শে চলেন? না স্ত্রীলোকের আব্দারে, ঐ সভায় সভাস্থ হইয়া, চিরকালের নিমিত্ত আত্মবিচ্ছেদ করিবেন?

ব্রহ্মদৈত্য। হাঁ বাপু—একথা সত্য বটে। বাপা অশ্ব! তোমার একটা কথায় আমি অভিপ্রায় মনঃপীড়া পাইয়াছি; কেননা তুমি দলপতির সন্তানকে "কলমের চারা" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ, একথাটা ভাল হয় নাই।

ঘোড়াভূত। ছি-প্রভু-ছি-!! কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া তুমি এটাও জাননা! ঘটকদিগের পুথিতে স্পষ্টরূপে লেখে, "পোষ্যপুত্রে কুলং নাস্তি" যদি পোষ্যপুত্র কুলচ্যুত হয়, তবে পোষ্যপুত্রকে কিপ্রকারে দলপতিত্ব সম্ভবে?

ব্রহ্মদৈত্য। হাঁ,—হাঁ,—বটে,—বটে,—। তুমি আ-
মাকে, প্রসিদ্ধ প্রমাণদ্বারা, অপরুদ্ধ করি-
য়াছ। বাপুহে! কিন্তু তোমার আর একটা
কথাতে আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি, কারণ,
যেব্যক্তি বিশ্বনিন্দক, সেব্যক্তি সরকারা
বাটীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে, ইহা আমার
মনে লয় না।

ঘোড়াভূত। প্রভু! প্রয়োজনে এবং হিংসায় মনুষ্য
কিপর্য্যন্ত অপকর্ম্ম না করে?” “সতিনীর বা-
টিতে বিষ্ঠাপর্য্যন্ত গুলিয়া ভক্ষণ করে” একথা
তো শুনিয়াছেন,—বিশেষতঃ ঐ বিদূষকের
বুড়া বয়সে লাম্পট্য, এবং পানীয় দোষ জ-
ন্মিয়া একেবারে ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই জলাঞ্জলি
দিয়াছে। যেমন “বুড়া সালীকের ঘাড়ে
রোঁ” এইক্ষণে পুরুষত্ব বৃদ্ধিজন্য, ঐ মহাপাত-
কির, খাদ্যাখাদ্য কিছুই বাধেনা! শরীররক্ষা,
বংশরক্ষা,-উপভোগ,-সম্ভোগ ইত্যাদি নানা
সুখভোগ করণেচ্ছায়, ঐ দুরাত্মা, ব্রাহ্মণ পণ্ডি-
তের নিকট, অপেয় পান এবং অভক্ষ্যভক্ষ-
ণের, ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়াছে। কলির ব্রা-
হ্মণ! সকলই করিতে পারেন! বাবুর অভি-
প্রায় সিদ্ধ না করিলে, কিপ্রকারে, তাহার-

দিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, সুতরাং তুলৎ পত্রে, বাবুর কামজ্বালাশান্তির, এক ব্যবস্থা লিখিয়া ঠাকুর মহাশয়েরা আপনাপন ক-ঠোর জঠরজ্বালার শান্তি করিয়াছেন।

ব্রহ্মদৈত্য। হা মরণ! কালামুখো সন্ধ্যার সময় বিষ্ঠা মাড়াইল! এইক্ষণ তার স্নান করিবার সময় কৈ? দূরকর! পাপিষ্ঠের নাম করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

ঘাড়াভূত। প্রভুগো! চোরবাগানের বসু বাবুজীর শ্রাদ্ধের কোন সংবাদ রাখেন? সেখানে, ঐ মহাপাতকির বুদ্ধিতে, দেব পরিবারের, অতুল মানের এবং অশেষ যত্নের অমূল্য ফুলের মাল্য গলদেশ হইতে, মূর্ত্তিভেদ হইয়া, স্থান বিশেষে ধারণ হইয়াছে।

ব্রহ্মদৈত্য। ওরে বাছা! সে আবার কি? সে যে অনেক দুঃখের মালা! সে মালার জন্য যে জ্বালা জ্বালা টাকা খোলাকুচির ন্যায় ব্যয় হইয়াছে।

ঘোড়াভূত। আর প্রভু! সে আক্ষেপ করিলে কি হইবে; দেবপত্নীগণ, রাজ মজুরের মতাব-লম্বিনী হইয়া, মানী ব্যক্তির মানহীন করণেচ্ছায় "আকাশের চাঁদে থুথু" দিতে

গিয়াছিলেন, পরিশেষ তাঁহার সমুচিত ফল হইয়াছে। মৃত বসুজের ভ্রাতুষ্পুত্র ঐ শ্রাদ্ধে স্বীয় দলপতিকে বর্জ্জিত করত, শোভাবাজারস্থ দেবরাজদিগকে, মহামান্যের সহিত মাল্য প্রদান করিয়াছেন।

ব্রহ্মদৈত্য। হায়! হায়! হায়! এমন সময় ঘোড়াশিব কোথায় রহিলেন! তাঁহারা স্বীয় স্বীয় পত্নীদিগের অদ্ভুত কার্য্যসমস্ত একবার চক্ষে দেখিলেন না! হায়! হায়! হায়! এমন স্বর্ণপুরী সামান্য বানরকর্ত্তৃক দগ্ধ হইল! বাপু অশ্ব! অদ্য আর অধিক কথায় কায নাই, আমার দোল দেখিবার নিমন্ত্রণ আছে, অতএব তুমি শীঘ্র একটা কবিতা পাঠ কর, শুনিয়া গমন করি। সে দিবস তোমার সুমধুর কবিতা শুনিয়া আমি পরমসন্তুষ্ট হইয়াছি।

ঘোড়াভূত। যে আজ্ঞা প্রভু—শ্রবণ করুন।

পয়ার।

এবারে পাষণ্ড ভণ্ড পড়েছে ফাঁপরে।
ষণ্ডামী ভণ্ডামী হলো বিখ্যাত নগরে॥
কাল্পনিক ধার্ম্মিকতা হইল ছর্‌কোট।
খানায় পড়িয়া খানা খাইল সব পোট॥

পাপকর্ম্ম চিরদিন না রহে গোপন।
বিপাকে আপন জালে হইল বন্ধন॥
আপনি মজিয়া শেষ মজাইল পরে।
অধর্ম্ম আনিল দেবতুল্য দেবদ্বারে॥
নিজ বাঞ্ছা পূরাইতে সর্কারী ভবনে।
ছলে লয়ে গেল দলপতির নন্দনে॥
সর্কারী ভবন সেতো সাধারণ নয়।
ধর্ম্মতলা কোথা, লাগে দেখে হয় ভয়॥
গোধন চরান হরি পরম আদরে।
জননী সমান স্নেহে পালেন উদরে॥
কার্য্যের উৎপত্তিহেতু করিয়া কারণ।
কখন বরাহমূর্ত্তি করেন ধারণ॥
কালে কালে নানা ভাবে রত হন হরি।
কে বুঝে তাঁহার ভাব আহা মরি মরি॥
সে হরির মুখামৃত করিবারে পান।
পাষণ্ডের সেইস্থানে হয় অধিষ্ঠান॥
প্রসাদ পাইয়া ভণ্ড সুখী অতিশয়।
নাহি আর ইহকাল পরকাল ভয়॥

ঘোড়াভূত। আপনি কৃপাসমুদ্র—তাহা না হই-
লেই বা আপনি কেন এত মান্য হইবেন—সে
যাহা হউক, প্রভু! অদ্য আপনকার কি উ-
দ্দেশে আগমন হইয়াছে? আজ্ঞা করুন।

ব্রহ্মদৈত্য। বাপু অশ্ব! তোমার অধিকারস্থ যে
দুরাত্মার স্বভাব, এবং আচার ব্যবহারের কথা
আমাকে অবগত করিয়াছিলে, তাহার শ-
রীরে কি কোন গুণই নাই? জীবদেহ ধারণ
করিলে দোষে গুণে অবশ্যই মিলিত থাকে,
অতএব তুমি বলদেখি ঐ পাপিষ্ঠের রূপলা-
বণ্য, মুখশ্রী কিরূপ!

ঘোড়াভূত। প্রভুগো! সে রূপ লাবণ্য মুখশ্রী বর্ণন
করিলে আপনি ভীত হইবেন। দুরাত্মার দেহ
খানী চারিচৌকা সমান—যেমন কালীঘাটের
"আহ্লাদে পুতুল"—চৌকাকালীভিন্ন অন্য
প্রকারে তাহার শরীরের আয়তন নির্দ্দিষ্ট
করা দুরূহ। হে দৈত্যরাজ! ঐ দুরাত্মার
রূপ—বিন্যাস বিশেষরূপে শ্রবণ করুন;
সেটার রূপের ছটা, বর্ণ কটা—গেঁটা গোটা,
নাদা পেটা—ফাটা চটা, ওষ্ঠ মোটা—মূলো-
দাঁতা, হেঁড়ে মাথা—কোটর চখো, থ্যাবড়া

নেকো—ধ্যাব্ড়া মুখো, শুকো রুখো—খোঁচা-চুলো, হাতা মুলো—ইঁদুর কানা, গলা টানা ইত্যাদি। প্রভুগো! একবার ভাব দেখি, তার চাঁদমুখের হাসিটী কেমন ভয় হয় কিনা?

ব্রহ্মদৈত্য। বাবারে! মিন্সের আকৃতির বিকৃতি গঠন শুনিয়া গায়ের লোম যে কাঁটা দিয়ে উঠে! বাপু অশ্ব! বল দেখি, ঐ পাপাত্মা পরোপকারে কিপ্রকার রত?

ঘোড়াভূত। হো! হো! হো! পরোপকার শ ব্দটী খাদ্য কি পরিধেয়, তাহা সে জানেও না। হিতৈষী ব্যক্তির নাম, ঐ নিন্দুকের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে তাহার মস্তকে বজ্রপতন প্রায় হয়।

ব্রহ্মদৈত্য। বটে, এমন! তবেতো ভাল; বাপা অশ্ব! আমি বোধ করি ঐ দুরাত্মা প্রিয়ম্বদ এবং স্তাবক; নতুবা কি গুণে দেবপত্নীগণ ঐ পাষণ্ডের বশীভূত হইলেন?

ঘোড়াভূত। বিলক্ষণ! প্রভুগো! ঐ অভাগার মিষ্ট বাক্যের এবং স্বরের মাধুর্য্যের কথা কি ব লিব,—কুক্কুর এবং পেচক ইহারা উভয়েই এই পাপিষ্ঠের নিকট কোকিলকে পাইবা

উপযুক্ত নহে। দুরাত্মার অমৃততুল্য বাক্য শ্রবণে কুক্কুর, স্বীয় মিষ্ট স্বর অপেক্ষা অধিক মধুরতা জ্ঞান করত, অভিমানে খিদ্যমান হইয়া ছাইগাদায় শয়ন করিয়া থাকে; আর তাঁহার স্বরের কোমলতায় পেচক, মহা লজ্জিত হইয়া, দিবাভাগে গোকালয়ে বাহির হয় না। প্রভুগো! ঐ মহাপাতকীর নিকট দেবপত্নীগণের বশীভূত হওনের অপর কেন হেতু দেখি না, অনুমান হইতেছে তাঁহারদিগের সপ্তম গ্রহ এইক্ষণ অত্যন্ত প্রবল,—নতুবা তাঁহারা আত্মীয়কে অনাত্মীয়, এবং অনাত্মীয়কে আত্মীয় জ্ঞান কেন করিবেন?

ব্রহ্মদৈত্য। বাপু অশ্ব! তোমার কথাগুলি খকাটা—ইহাতে দন্তস্ফুট হয়না। ভাল বাছা! বলদেখি, ঐ দুরাত্মার কত দূরপর্য্যন্ত সহিষ্ণুতা গুণ আছে?

ঘোড়াভূত। এইবার তুমি মজালে! মজালে! প্রভু গো! মিথ্যা কথা বলা নয়—ও গুণটা সম্পূর্ণ রূপেই আছে, কেন না, সম্প্রতি, হালসীরবাগানে, ঐ মহাপাতকী, (ইচ্ছাধীন নহে) কামাশক্ত হইয়া কোন চর্ম্মকারের কন্যার প্রতি আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, পরিশেষ

দুর্দ্দান্ত মুচিরা মুচি পুষ্পের দ্বারা তাহাকে বিলক্ষণরূপে শুচি করিয়া ছাড়িয়া দেয়, তাহাতে, ঐ সহিষ্ণু, বিরক্তিও করেননাই--অনায়াসে গাত্রের ধূলী ঝাড়িয়া তাহা পরিপাক করিল! এই স্থানেই সে, ভদ্রলোকের ন্যায় কীল খাইয়া কীল চুরী করিয়াছে।

রক্ষ দৈত্য। হো! হো! হো! তোমাকে আর পারিলাম না; তুমি বাছা এত সন্ধানও রাখ? বাপু, এইবার তোমাকে আমি নিরুত্তর করিব--দেখি তুমি কি বল—জগদীশ্বর, ঐ ঘৃণিত পাপাত্মাকে যথেষ্ট ধন দিয়াছেন, ইহাতে অবশ্যই সে লোভশূন্য হইয়াছে, এবং তাহার দাতৃত্ব শক্তিও জন্মিয়া থাকিবেক, ইহার কোন সন্দেহ নাই--কেমন! একথা সত্য কি না?

ঘোড়াভূত। তাইতো প্রভু—এবারে যে একখানা নয়—দুইখানা—যাহা হউক, আপনি তবে শ্রবণ করুন— ঐ দুরাত্মা এত দূরপর্য্যন্ত লোভ শূন্য হইয়াছে, যে, সেটার মরণ বাঁচন কিছুই জ্ঞান নাই। সম্প্রতি, ঐ লোভী পাপিষ্ঠ সরকার বাহাদুরের চক্ষে ধূলি দিয়া অন্যূন ৪০০ বিঘা ভূমি হরণ করিতে গিয়াছিল, তাহাতে "পোঁদের মত ঔষধ" পাইয়াছে। নির্ল-

জ্যেষ্ঠের দাতৃত্বের কথা অধিক কি বলিব—যেমন "রমানাথের এঁড়ে" অর্থাৎ স্বয়ং ঝাঁপিতে অক্ষম, এবং অন্যের ঝাঁপনেও প্রতিবাদী।

ব্রহ্মদৈত্য। বাপা অশ্ব! তোমার একটা কথা নিতান্ত বিপক্ষের মত বলা হইল, কেননা আমি ঐ দুরাত্মার প্রমুখাৎ শুনিয়াছি, সরকার বাহাদুরের ভূমি হরণবিষয়ে সে স্বয়ং অপরাধী নহে—গোরক্ষক, তৃতীয় মহাশয় তাহাতে একাকী যত্নবান ছিলেন মাত্র, অতএব একের অপরাধে অন্যের প্রতি দোসার্পণ করা অনুচিত।

বেতাভূত। প্রভু! আপনকার উদার স্বভাবটা গেল না! ঐ মহাপাতকীর কথা আপনি বিশ্বাস করিলেন? কি আশ্চর্য্য! ওটা "পিসি পিসি বলে, আবার কোলের কাপড় তোলে" যাহা হউক, যদি উহার বাক্যই সত্য হয়, তথাপিও ঐ পাপাত্মা অপরাধী,—যেহেতু সেজো মহাশয়টীর, প্রায় সপ্তম বৎসর অতীত হইল, মৃত্যু হইয়াছে, যদি তাহা কর্ত্তৃকই এই চৌর্য্যকার্য্য ঘটিয়া থাকে, তবে তাহার জীবনান্তে কেন, ঐ প্রবঞ্চক অসত্যবাদী, ঐ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেক? এখন "সিঙ্গা

হারায়ে * * হুঁ”। বলদেখি প্রভু—যদি এই ক্ষণে ঐ প্রতারণায় ঐ দুরাত্মা কৃতকার্য্য হইতে পারিত, তবে কে ঐ বস্তুর উপস্বত্ব ভোগ করিত? এবং কোন্ ব্যক্তিরই বা বাহাদুরী প্রকাশ হইত?

ব্রহ্মদৈত্য। বাছা! তুমি বড় বুদ্ধিমান্—ভাল সদুত্তর করিয়াছ, আমি, তোমার এ উক্তিতে নিরুত্তর হইলাম। বাপা ঘোটক! তুমি যে ঐ—দুরাত্মাকে হিংসক বলিয়া উল্লেখ কর সেটা কি সত্য? না উপহাস?

ঘোড়াভূত। বিলক্ষণ! আপনি কি উপহাসের পাত্র? প্রভু! ঐ পাপিষ্ঠ বেদ কোরান্ ছাড়া হিংসক—কারণ, যে ব্যক্তির অভাব আছে বরং সে ব্যক্তি, এক সময়, হিংসা করিলে করিতে পারে। এ দুরাত্মার কোন অভাব নাই, তথাপি, কেমন স্বভাব, স্বজন কিংবা স্বপরিবারের উন্নতি, এবং সুখ সমৃদ্ধি, দেখিলে অথবা কর্ণে শুনিলে, সহ্য করিতে অসমর্থ অকারণে, দুরাত্মা, জগদ্বৈরি হইয়া বসে।

ব্রহ্মদৈত্য। বাপু তুরঙ্গ! আমি শুনিয়াছি, ঐ দুর্দান্ত দুরাত্মা প্রতিদিন ভগীরথ—খাতে গিয়া অবগাহন করিয়া থাকে, এবং যামিনীযোগে

পুরাণাদি পাঠ শ্রবণ করে, ইহাতে তাহাকে মহাপাতকী কিম্বা দুরাত্মা বলা সম্ভবেনা, বরং তদ্বিপরীতে, মহাত্মা বলাই কর্ত্তব্য, যেহেতু গঙ্গাস্নানে, পুরাণ শ্রবণে, শরীরে পাপস্পর্শ হয়না, অতএব তুমি অনর্থক তাহাকে কিকারণে মহাপাতকী, দুরাত্মা ইত্যাদি, কটূক্তি দ্বারা সম্বোধন কর

গোড়াভক্ত। আপনি নিতান্তই পূর্ব্বকালের অধ্যাপক—বিষয় বুদ্ধি কিছু মাত্রই নাই, ঐ পাপিষ্ঠ গঙ্গাস্নান করিলেক, এই টাই কি আপনকার বিশ্বাস হয়। বলেন কি! সে যার্দ্দ, হাঙ্গর কুম্ভীরের ভয়ে জাহ্নবীজল জিহ্বায় স্পর্শ করেনা। তার আবার গঙ্গাস্নান। সে সাজ্জার মত, প্রতিদিন, ইয়ার মিত্র সমভিব্যাহারে লইয়া বাগানে পুষ্করিণীতে গিয়া অবগাহন করে, তথায় “রথ দেখা কলা বেচা” দুই হয়। অপর রাত্রে পুরাণ শ্রবণের যে প্রসঙ্গ আপনি করিলেন, তাহার প্রত্যুত্তর কিকরিব! “ছকুর আর সেকাল নাই, এখন সাৎ খানা লাঙ্গল বয়”—পাপাত্মা বৈকালযোগে পুনরায় ঐ কাননে গিয়া দিব্যাঙ্গনা ক্রোড়ে বসাইয়া, মদ্ মস্ মাস্, মস্ত

বমারম, লাগাইয়া পেট দম্ সম্ করত,
গাড়ওয়ানী গানে উন্মত্ত হয়, পরিশেষে মধুর
ভাবে ভাবাপন্ন হইয়া ঐসকল ইয়ার মিত্রের
সহিত "ঘোড়ামুখী" "হাঁড়ু, ডুডু" খেলা
করে। প্রভুগো। ঐ মহাপাতকীর "দেমৃটা
দরিয়া" হইয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বদাই—অন্তঃ-
করণে নানাপ্রকার তরঙ্গ উঠিতেছে।

ব্রহ্মদৈত্য। বাপা ঘোটক! বল দেখি, ঐ দুরাত্মার
শরীরে দয়া ধর্ম্ম এবং স্নেহ কিপ্রকার।

ঘোড়াভূত। দৈত্যরাজ! এ কথার উত্তর করিতে
আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যেহেতু, ভদ্রকুলো-
দ্ভব, পতিপুত্রবিহীনা নিরাশ্রয়া, কুলকা-
মিনীগণের গ্রাসাচ্ছাদনহেতু নাক্তারস্থ দ্যব-
সায়ি মহাজনদিগের সমীপে, ঐ অধার্ম্মিক
দুরাত্মা, অন্যূন পচিশ বৎসর হইতে দাতব্য
মুদ্রা গ্রহণ করিতেছে, অদ্যাবধি তাহার কিছু
মাত্র ব্যয় হয় নাই—নিদারুণ মহাপাতকী
সমুদায় সে ধন স্বীয় উদরস্থ করিয়া বসিয়া-
ছে, এইপ্রকার আচরণে আপনি বিবেচনা
করিবেন, ঐ ধর্ম্মখাদক কি পর্য্যন্ত দয়াবান্,
এবং ধার্ম্মিক। প্রভুগো! তাহার স্নেহের
কথা কি বলিব, স্বীয় সহোদরগণের নিয়ো-

সেই জগতে সুপ্রকাশ আছে। হে দৈত্যরাজ! অদ্য এই পর্য্যন্তই বিরাম হউক,—ব্রহ্মমূর্ত্তি প্রকাশ হইল,—আপনি গঙ্গাস্নানে গমন করুন।

ব্রহ্মদৈত্য। হাঁ বাপু,—আমি চলিলাম, কিন্তু তোমার অমৃততুল্য কবিতা একটা না শুনিয়া যাইব না।

যাত্রাভক্ত। যে আজ্ঞা প্রভু—তবে শ্রবণ করুন।

অমৃত মাধুরী ছন্দঃ।

সেই হাল্‌সীর বাগানে ২।
হরিয়া মুচীর মেয়ে, সাজা পেয়ে সুতা খেয়ে,
তবু ভণ্ড অন্নপ্‌পেয়ে, যায় সেই স্থানে॥
ধিক্ জীবনে তাহার ২।
নাহিক লজ্জার লেশ, পাপিষ্ঠ পাজীর শেষ,
চলায় সকল দেশ, দুষ্ট দুরাচার॥
সেটা কোঠা গাঁথা রাজ ২।
মুটো হয়ে হয় সাঁচা, ধার্ম্মিকের ধরে টাঁচা,
আশলে সকল কাঁচা, বাক্যে সর্ব্বরাজ॥
তার নাহিক মরণ ২।
যে ধন দৈন্যের তরে, মহাজনে দান করে,
সে ধন কেমনে হরে, নারকী দুর্জ্জন॥

এত প্রিয় হল ধন ২।

একি নিদারুণ কর্ম্ম, বুঝিতে না পারি মর্ম্ম,
ধনের কারণে ধর্ম্ম, দিল বিসর্জ্জন।

ছিছি কি দশা ঘটিল ২।

দেখে শুনে হাসি পায়, এ কথা কহিব কায়,
বিষম লোভের দায়, নরকে ডুবিল।

জল কোথায় রহিবে ২।

পূরেছে পাপের বল, শীঘ্র যাবে রসাতল,
অবশ্য ইহার ফল, ভুগিতে হইবে॥

এটা বিষম বালাই ২।

এত পায় শোক তাপ, তথাপি না ছাড়ে পাপ,
এমন কলির ক্ষাপ, ত্রিজগতে নাই॥

ব্রহ্মদৈত্যের সহিত ঘোড়াভূতের, মালির-
বাগানের তেমাথা পথের উপর সাক্ষাৎ
হইয়া, কথোপকথন।

ব্রহ্মদৈত্য। কিহে বাপা অশ্ব! অদ্য তোমাকে যে
বড় ব্যস্ত সমস্ত দেখিতেছি—ব্যাপারটা কি?
সকল কুশল তো?

ঘোড়াভূত। প্রভু! আপনকার আশীর্ব্বাদে মঙ্গল
ভিন্ন অমঙ্গলের ব্যাপার কিছুই নাই; তবে

আপাততঃ সমূহ জলকষ্ট হইয়া উঠিল। সেই চিন্তা করিতেছি। রবির প্রখর কিরণে দীঘি--সরোবর--পুষ্করিণী--ঝিল--বিল--নদী--নালা প্রভৃতি জলাশয় ক্রমে শুষ্ক হইয়া গেল। আকাশে জল নাই! পাছে জীবনাভাবে জীবনাভাব হয়, সেই আশঙ্কাটাই মনে হইতেছে।

ব্রহ্মদৈত্য। বাপু অশ্ব! তুমি, আপন বিরাম স্থান মঞ্জীদের উপর বসিয়া এ চিন্তা করিলেও করিতে পার—তবে অনর্থক, মাতৃহীণ বালকের ন্যায়, রাস্তায় দাঁড়াইয়া কেন কষ্ট পাইতেছ? চল বাছা চল—তোমার বিশ্রাম মঞ্চে যাই—সেই স্থলে বসিয়া নানাদিগ্ দর্শন হইবেক; ভাবনা কি? গঙ্গা নিকট—গঙ্গাজল পান করিয়া প্রাণরক্ষা হইবেক।

গোড়াভক্ত। সত্য বটে প্রভু--আমি জানি, গঙ্গাজল পান করিয়া অনায়াসে প্রাণরক্ষা হইবেক, এবং তাহাতে পারমার্থিকেরও কর্ম্ম দেখিবেক; কিন্তু সম্প্রতি লবণাম্বু হইয়াছে; তদতিরিক্ত মড়াপচানী গন্ধে সে জল গলায় তলায় না, ইহার কি উপায় বিবেচনা করিতেছেন? প্রভু! আমি কি আপন চিন্তাই

করিতেছি—তাহা নয়—আমার অধিকারস্থ পল্লীর সান্নিধ্য, বহুকালের, এক দেবখাত আছে, তাহার সুশীতল নির্ম্মল জল পান করিয়া, নানা জীব, দেশ দেশান্তর হইতে আসিয়া, তৃপ্ত হইতেছিল, এবং আমিও তাহাতে পরিতৃপ্ত হইতে ছিলাম। পূর্ব্বে ঐ জলাশয়ে যথেষ্ট মৎস্যাদি ছিল, কিন্তু রক্ষকাভাবে তাহার বারি, আপামর সাধারণে, সেচন করিয়া প্রায় লইয়াছে, এবং সেই সূত্রে তাহার মৎস্যাদিও ক্রমে শূন্য হইয়া উঠিল। যৎকিঞ্চিৎ বারি এবং মৎস্য অদ্যাপিও আছে, তাহাও, এবারে গাবিয়া উঠিয়া শেষ হইল।

ব্রহ্মদৈত্য। হায়! হায়! হায়! এমন জলাশয়ও যায়! হাঁ হে তুরঙ্গ! এই যে কতকগুলা মনুষ্য, রাখালধড়া পরিয়া, অতিবেগে গমন করিতেছে, ইহারা কে? ইহারদিগের গতিইবা এত দ্রুত কেন? এবং ইহারদিগের হস্তেই বা নানাপ্রকার কি যন্ত্র ধরা রহিয়াছে।

ঘোড়াভূত। ঐ গো, প্রভু ঐ! ঐ বেটারাই সাজে! উহারদিগেরই মান্দিক্ষণ! উহারাই সেই গাবানে পুকুর শেষ করিতে চলিয়াছে।

সকলের হস্তে যাহা ধরা দেখিতেছেন, ঐ সকল মৎস্যধরা জাল এবং যন্ত্র—কেউ চাবী-জাল—কেউ ছাঁকনী—কেউ খাপ্‌লা—কেউ পোলো—কেউ ফাঁদা—কেউ কোঁচ ইত্যাদি নানাপ্রকার মৎস্যধরা যন্ত্র লইয়া যাইতেছে।

ব্রহ্মদৈত্য। যাহারদিগের হস্তে ছাঁকনী জাল ও কলা রহিয়াছে, ঐ দুটী-কে হে বাপু?

গোদাভূত। ঐ, ঐ, ঐ, গো! প্রভু ঐ! যাহার হস্তে ছাঁকনী দেখিতেছেন, ঐটী আমার অধিকারস্থ সেই,—পৈতৃক ধর্ম্মখাদক,—দুরাত্মা; আর যাহার হস্তে কলা ধরা রহিয়াছে, ঐ ছোঁড়া ওর ভাগিনেয়। এইবারে, শ্রীগুরু গোপেশ্বর, সংহার মুদ্রা দেখাইবে।

ব্রহ্মদৈত্য। বাপু, তুমি এ বিষয় চিন্তা করিয়া কি করিবে! রক্ষকাভাব হইলে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। হাঁহে, অশ্বরাজ! স্বর্গীয় কর্ত্তা মহাশয়ের একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের কাল অতিসংক্ষেপ হইল,—এবৎসর শ্রাদ্ধের কর্ত্তৃত্ব ভার উপযুক্ত পাত্রের প্রতি অর্পিত হইয়াছে কি না? এবং উহা কিরূপ সমারোহে সম্পন্ন হইবেক, ইহার কোন সম্বাদ রাখ?

ঘোড়াভূত। প্রভু, কি আশ্চর্য্য। আমি সন্ধান রাখি না? বলেন কি? এবৎসর ভারী জাঁক—"কীশের হস্তে ঘন্টা"। কর্ত্তা মহাশয়ের একোদ্দিষ্ট এবার ব্রহ্মরন্ধ্রে সমাধান হইবেক। অনেক অধ্যাপকের বক্ষঃস্থলে ঢেঁকির পাড় পড়িতেছে আপনি দেখিবেন, এই কাল-বৈশাখে, ধর্ম্মের ঘর, ধর্ম্মতলা হইয়া উঠি-বেক। শত্রু মর্দ্দের হস্তে ফর্দ্দ—এইবারেই ফর্দ্দা ফাঁক্।

ব্রহ্মদৈত্য। অদ্য জনশ্রুতি হইল, কর্ত্তা মহাশয়ের একোদ্দিষ্টে, এবৎসর অতিসমারোহে, দলস্থ কায়স্থদিগের জলপান হইবেক, এটা অনেক কাল হয়নাই—যদিস্যাৎ এ কর্ম্মটা সম্পন্ন হয়, তবে অনেক ব্যক্তিকে অপদস্থ হইতে হইবেক।

ঘোড়াভূত। হাঁ প্রভু!—আমিও শুনিয়াছি, আমার অধিকারস্থ দুরাত্মাও এ বিষয়ের আনুকূল্যার্থে, কিঞ্চিৎ চাঁদা প্রদান করিয়া হাৎ সরাইবে; কিন্তু তাহার হাত অতিভয়ানক, অগ্রে কি পশ্চাতে সরিবেক তাহা বলিতে পারি না। অতিশীঘ্রই তাহা বিদিত হই-বেক। প্রভুগো! একটা সামান্য কথায় লোকে

বলে, "আঁকে কেটে ব্রহ্মস্বর" কিন্তু উপস্থিত একোদ্দিষ্টের কায়স্থ-জলপান, ব্রহ্মত্তর কেটে আঁকে ভুক্ত হইবেক। প্রভুগো! অপ-দস্থ কারে করিবেক? দ্বিপদ বৈ নয়—চতুষ্পদ হইলেও বরং শঙ্কা হইত।

ব্রহ্মদৈত্য। বাপু অশ্ব! যদি কায়স্থ জলপান হয়, তবে যাঁহারা সরকারী বাটীতে গমন করেন নাই, তাঁহারা কি এই নিমন্ত্রণ স্বীকার করিবেন?

ঘোড়াভূত। না প্রভু,—এমন কি হয়; তবে যাহারা পরের বাটী পেট-টানিয়া বেড়ায়, তাহারা অনিবার্য্য।

ব্রহ্মদৈত্য। তুরঙ্গ! ভাল কথা মনে হইল—বলদেখি দেবসুতের, এবং দেবদ্বয়ের লীলাসম্বরণ সময়ে তোমার পল্লীস্থ মহাপাতকী, দেবালয়ে কিম্বা জাহ্নবীতীরে গিয়া মিত্রতা ব্যবহার করিয়াছিল কি না?

ঘোড়াভূত। মহাভারত! মিত্র উল্লিখিত হইলেই কি মিত্র হয়। সে নির্ব্বংশের ধর্ম্ম আছে, না কর্ম্ম আছে—দুরাত্মা সেই সময়ে পিতৃ আজ্ঞা পালন করিয়াছে। প্রভুগো! বিদূষকের পিতৃ আজ্ঞা কোন্ সময়ে কোন্ মূর্ত্তি

ধারণ করে, তাহা আমি এ পর্য্যন্ত নিরাকরণ করিতে পারিলাম না; কেননা ঐ দুরাত্মা স্বীয় পিতার মৃত্যুর পর দিবস হইতে অষ্টা-বিংশ দিবসপর্য্যন্ত, গলদেশে রজ্জু ধারণ করত দেবালয়ে দুই বেলা যাতায়াত করে; সে সময়ে তাহার কোন্ পিতার আজ্ঞাক্রমে তথায় গমনাগমন হইয়াছিল, এবং পরেই বা কোন্ পিতার নিষেধ আজ্ঞাপ্রমাণ সে স্থানে যাতায়াত রহিত হইল।

ব্রহ্মদৈত্য। হো! হো! হো! বাছা তুমি বড় মস্করা তোমার তর্কের উত্তর করা আমার অসাধ্য বাপু অশ্ব! তোমার সুমিষ্ট কবিতা একটা শুনিবার আমার অত্যন্ত বাসনা ছিল; কিন্তু তাহা হইল না,—ঐ দেখ প্রভু রসরাজের জয় পতাকা উড্ডীয়মানা হইতেছে—ঐ তাঁহার জয় ঢাকের শব্দ এবং সৈন্য সামন্তের কোলা-হল ধ্বনি শুনা যাইতেছে, চল বাপা চল, শীঘ্র ঐ স্থানে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অন্তঃপ্রাণ শীতল করি। অদ্য এই পর্য্যন্তই কথোপকথনের বিরাম হউক।

দেবালয়ের ছাদের উপর বসিয়া, ব্রহ্মদৈত্যের সহিত ঘোড়াভূতের কথোপকথন।

ব্রহ্মদৈত্য। বাপ্ অশ্ব! প্রভু রসরাজের আগমনে তোমার সহিত সে দিবস আমার ভালোরূপ কথোপকথন হয় নাই,—অদ্য নিশ্চিন্ত আছি—অতএব তোমাকে জিজ্ঞাসা করি বল-দেখি, তোমার অধিকারস্থ দুরাত্মা, স্বর্গীয় কর্ত্তা মহাশয়ের বর্ত্তমানবর্ষীয় একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের কায়স্থ জলপানের নিমিত্ত যে, টাদার টাকা প্রদান করিয়াছে, তাহা কি কারণে দেববনিতাগণ গ্রহণ করিলেন? কেন—তাঁহারা কি এতোই অবসন্ন হইয়াছেন?

ঘোড়াভূত। না প্রভু—বালাই! তাঁহারা অবসন্ন হইবেন কেন? তবে প্রভু ইহার নিগূঢ় বার্ত্তা শ্রবণ করুন। আমার পল্লীস্থ ঐ বিদূষকের পিতা, জীবদ্দশায়, তাঁতির "থয়েবন্ধনে ন্যায়,, পড়িয়া ধর্ম্মসভা হইতে বহিস্কৃত হয়, তদবধি, যদিও এই সমাজে, তাহার পুত্রেরাও সাধারণ নিমন্ত্রণামন্ত্রণে স্থগিত ছিল, তথাচ নিতান্ত ঘৃণিতরূপে ইহারা গণ্য ছিল না, যে হেতু দুরাত্মার কোন সহোদর অতিসরল এবং

সৎস্বভাবান্বিত ছিল, তাহার ঐ মহৎ গুণে অনেকে বাধ্য হইয়া উহারদিগের দোষাদোষ বড় লক্ষ্য করিত না। ঐ ভ্রাতার বিয়োগে ক্রমে অপর গুলিও কৃষ্ণ পাইয়াছেন, এইক্ষণে ঐ দুরাত্মার উচ্ছাঁন বাড়ি নাই,—নিষ্কণ্টক হইয়াছে—সুতরাং তাহার স্বভাব, এবং মনের গুপ্ত ভাব সমস্ত ক্রমে ব্যক্ত হইয়া উঠিয়া সাধারণে অতিজঘনারূপে গণ্য হইয়া স্থগিত ভাবে রহিয়াছে, এই হেতুতে, স্বর্গীয় কর্ত্তা মহাশয়ের একোদ্দিষ্টোপলক্ষে কৌশলে, চাঁদা উল্লেখ করিয়া, স্বীয় সমন্বয়ের রায় প্রদান করিয়াছে।

ব্রহ্মদৈত্য। বাপু তুরঙ্গ! চাঁদার টাকার কথা কি তুমি, কোন বিশ্বাসি লোকের মুখে শুনিয়াছ? না কেবল অনুমানদ্বারা বলিতেছ?

ঘোড়াভূত। সেকি প্রভু! একথা ঐ দুরাত্মার "খামধরা" ভাগিনেয়, দশো, যেটা এইক্ষণে দেবালয়ের ভাণ্ডারী হইয়াছে, সেইটা দত্তপাড়ায় রাষ্ট্র করিয়া অতিশয় দম্ভ করিতেছে, বিশ্বাস না হয়, আপনি আমার কোনর ধরুন, এখনি প্রমাণ করিয়া দিব।

ব্রহ্মদৈত্য। বলি না বাপু—না, না,—তোমার কথা কি আমি অবিশ্বাস করি ? কেবল এ সংবাদ টা বিশেষ করিয়া অবগত হইলাম ; কিন্তু বাছা অশ্ব! বলদেখি, ঐ মহাপাতকী কি-কারণে "নায়ের কড়ী দিয়া ডুবে পার" হয়, সে মুর্খ কেন আপন বাটীতে বসিয়া সমন্বয়ের টাকাটা কৌশলে ব্যয় করিল না।

ঘোড়াভূত। মহা আজ্ঞা করিতেছেন তাহা সত্য। কিন্তু "মিয়ানের চাউল উলুবনে" পড়িয়াছে, ঐ গর্দ্দভ বিবেচনা করিয়াছিল, সমন্বয়টা নিজবাটীতে প্রকাশ্যরূপে সম্পন্ন করিলে নিতান্তই হাস্যাস্পদ হইয়া উঠিবেক, অতএব এ কাণ্ডটা কৌশলে ফাকে ফাকে সারিবেক, এমত ভরসা ছিল, কিন্তু প্রভু "হাটের দ্বার কি আগড়" দিয়া আট্‌কা যায় ? বাজারেং বিদূষকের সরকার লোক, দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া দেবালয়ে গুদামজাত্ করিতেছে।

ব্রহ্মদৈত্য। বাপা অশ্ব! বিদূষকের লোকে দ্রব্যাদির আয়োজন করাতে তোমার আসল কথার পোষক হইল না—কেননা, যদি বি-শ্বাসি লোকাভাবে, উপস্থিত ক্রিয়া নির্ব্বাহ জন্য, দেববনিতাগণ, ঐ দুরাত্মার সমীপে

প্রার্থনা করিয়া, উপযুক্ত পাত্র সকল আনয়ন করিয়া থাকেন। ইহাও তো সম্ভবে

ঘোড়াভূত। হো! হো! হো! "যার মার নাম পোঁটাচুর্মি তার ছেলের নাম চন্দনবিলাস"। প্রভু গো! দেবপত্নীরা ব্রহ্মাণ্ডে কি আর কি আমি লোক পাইলেন না! তাঁহারা সহসাই কি এ দুর্বিনীত বিশ্বাসঘাতকের সন্তানকে বিশ্বাস করিলেন? হায়! হায়! হায়! দেখুন দেখি আপনকার কত ভ্রম—বিশ্বাসঘাতকের সংসর্গে কি বিশ্বস্ত ব্যক্তি থাকা সম্ভবে? কখনই নয়—অতএব আপনি নিশ্চিত জানিবেন কোন সম্বন্ধের অনুরোধে ঐ দুরাত্মা লোক দেবালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

ব্রহ্মদৈত্য। বটে—বটে বটে— তোমার এ কথাও বেশ গেল না বাপু তুরঙ্গ! আমি অনুমান করি, উপস্থিত ক্রিয়াবসানে, উক্ত দুরাত্মার সহিত দেবগৃহিণীগণের, এপ্রকার আনুরক্তি থাকিবেক না,—ইহাতে তোমার কি বিবেচনা হয়?

ঘোড়াভূত। প্রভু! আমি সামান্য ঘোড়া—আমার বিদ্যা বুদ্ধি, জ্ঞানগম্য কি? কিন্তু আপনি শীঘ্রই দেখিবেন, ঐ দুরাত্মা যখন, এতকাল

পর, স্বীয় সেনালামন্ত্রসমভিব্যাহারে লইয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে, তখন সে সহজে কদাচ বাহির হইবেকনা—শেষ কাল হইয়া দাঁড়াইবেক—টানিয়া খসান দুষ্কর হইয়া উঠিবেক।

ব্রহ্মদৈত্য। বাপা ভুরুঙ্গ! ভাল কথা মনে পড়িল, বল দেখি, ঐ পাপাত্মা স্বীয় মাতুল এবং মাতুলানীদিগকে উচিত সম্পর্ক এবং মান্যের সহিত সম্বোধন করিয়া থাকে কি না?

ঘাড়াভুত। এ কথার প্রকৃত প্রত্যুত্তর করিলেই আপনি আমাকে মস্করা বলিয়া পরিহাস করিবেন। প্রভু! ঐ কৃতঘ্ন স্বীয় মাতুলদিগকে পূর্ব্ববৎ, "মাতামহের পুত্র" বলিয়া সম্বোধন করে, কিন্তু মাতুলানীদগের প্রতি এইক্ষণে অতুল কৃপা!—"মাতামহের পুত্রবধু" বলিয়া আর উল্লেখ নাই! এখন "অতিভক্তি" যুক্ত কণ্ঠে অনায়াসে মাতুলানী বলিতেছে, ইদানী মুখে আর কাঁটা খোঁচা বাধে না।

ব্রহ্মদৈত্য। হো! হো! হো! সে কি বাপু অশ্ব!

ঘাড়াভূত। কেন প্রভু,—হাস্‌লেন যে,—এ কথাটা কি অলীক জ্ঞান করিলেন! এবারে আদালতের নজীর দিয়া আপনকার প্রতীতি জন্মাইব। খারিজখায় ভূমি লইয়া, কোন

করের সহিত দেবগণের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সূত্রে, ঐ দেবারি কৃতঘ্ন, দেব মহোদয়দিগের বিরুদ্ধে সদর আমীন আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করিতে গিয়াছিল, তথায় বিচারপতির জিজ্ঞাসায়, ঐ মহাপাতকী, স্বীয় মাতুলানীদিগকে, "মাতামহের পুত্রবধূ" এবং মাতুলদিগকে "মাতামহের পুত্র" বলিয়া উল্লেখ করে। মাতুলানী বলিয়া সম্পর্ক প্রয়োগ না করাতে, বিচারপতি অতিহেয়জ্ঞান করিয়া ঐ গণ্ডমূর্খকে প্রকৃত সম্পর্ক উল্লেখ করিতে বলেন, নির্লজ্জ সে সময়েও ঐ বাঁধা মহড়া "পিতৃ আজ্ঞা" উল্লেখ করিল। প্রভু গো! যদি এ কথায় আপনকার বিশ্বাস না হয়, তবে এই সই মোহরের নকল দেখুন, ইহার প্রতিও যদি সন্দেহ করেন, তবে আমার কোমর ধরুন—এখনি সেরেস্তায় গিয়া দেখাইয়া দিব।

ব্রহ্মদৈত্য। বাপু, তোমার কথাতেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছে—সই মোহরের নকল দেখা, এবং সেরেস্তা অনুসন্ধান করা বাহুল্য। ও কথা দূর কর—আসল কথাটাই ভুল হইতেছে, যে উদ্দেশে এই ছাদের উপর আসিয়া বসি

গেল, তাহার কোন কথাই হইল না; বয়স দোষে এই মনে করি এই ভুলিয়া যাই! বাপা ভুরঙ্গ! এ বাটীতে সে রবিবারে না কিসের একটা দলাদলী ঘোঁট হইয়াছিল!

ঘোড়াভূত। কীশের ঘোঁটই বটে—প্রভু! সেটা দলাদলী নহে—তলাতলী। প্রভুগো' দুঃখের কথা বল্‌বো কি! কালীপ্রসাদী সমন্বয়ের, মিঞাজানের ছাওয়াল, সেখ গোস্বামীর এক লেংড়ে পৌত্রকে অবলম্বন করিয়া, হিন্দু-ধর্ম্মের অঙ্গরাগ করিতে যত্নবান্ হইয়াছে, সেই সূত্রে সে দিবস এক দলো ঘোঁট হইয়াছিল।

ব্রহ্মদৈত্য। বাপা অশ্ব! যবনকর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গরাগ! এ কথাটা কেমন হলো?

ঘোড়াভূত। আজ্ঞা হাঁ—তা নৈলেই বা মজা কি? প্রভু! উক্ত মিঞাজানের ছাওয়াল, স্বয়ং লুকায়িত ভাবে থাকিয়া, কতকগুলী দেবদলস্থ কায়স্থ কুলোদ্ভবকে দেবালয়ে উপস্থিত করত, এইরূপ নিয়ম প্রচার করিয়াছে, যে,—যে কোন উচ্চ শ্রেণীস্থ কায়স্থ কুলোদ্ভব ব্রাহ্মণের বাটীতে নিমন্ত্রণে গিয়াছিল, তাহারা হিন্দু সমাজে ত্যজ্য হইল"—"দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তাই

আর কি”! প্রভু এও কি সহ্য হয়! সূর্য্যের প্রখর কিরণ অনায়াসে মস্তকোপরি সহ্য করা যায়, কিন্তু সূর্য্যের উত্তাপে তপ্ত বালুকা পদতলেও সহ্য হয় না—তাহাতে চর্ম্মপাদুকা প্রয়োজন করে।

ব্রহ্মদৈত্য। বাপু অশ্ব! ক্রোধশান্ত কর—বলদেখি সেখ গোলামী মুছলমান্ না হিন্দু?

ঘোড়াভূত। প্রভুগো! মুখ্য কুলীনেরা কি না করিতে পারেন! এমন পতিতোদ্ধারক তো আর নাই, আক্ষেপের কথা বলিতে “হাসিও পায়—দুঃখও ধরে” হে দৈত্যরাজ! যে সকল মুখ্য কুলীনের কটাক্ষপাতে, সেখ গোলামী হিন্দুসমাজে গৃহীত হইয়া মান-পূর্ব্বক সম্মৌলিক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রবধূগণ, মিঞাজানের পুত্রের পরামর্শে সেই সকল মুখ্য কুলীনকে এইক্ষণ হিন্দুসমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিতে “ঢাল খাঁড়া” ধরিয়াছেন। প্রভুগো! “যে শিখালে ভু—এখন তারেই দেখায় ভু”। ইহাও সামান্য নয়॥

ব্রহ্মদৈত্য। এই দলোঘোঁটের মাথা মুণ্ড আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না! ব্রাহ্মণের বাটীর নিমন্ত্রণ স্বীকারস্থলে হিন্দুসন্তান হইয়া, হিন্দুসন্তানকে বহিষ্কৃত করিতে চাহে—কি আশ্চর্য্য! বাপু অশ্ব! এইক্ষণে যাহারা হো-টেলে গিয়া "হোরে" দিয়া গোমাংসাদি ভক্ষণ করিতেছে, তাহারদিগের প্রতি ইহারা কিরূপ শাসন করিবেক?

ঘোড়াভূত। প্রভু গো! যাহারা ব্রাহ্মণবাটীতে প্রসাদ পায়, তাহারা তো পশু—আজি কালি যাহারদিগের লক্ষ্মীশ্রী থাকে, তাহারাই, দেবদুর্ল্লভ দ্রব্য, হোটেলের পাক পরিপাক করে। বামনবাটীর প্রসাদভোক্তারাই বিপাকে পড়িয়াছে, অতএব কম্বুরীমস্তকে কার সাধ্য শাসনাধীনে আনে।

ব্রহ্মদৈত্য। বাপা ঘোটক! তোমার পল্লীস্থ পাপাত্মাকে কি, কখন অভক্ষ্য ভক্ষণ করিতে দেখিয়াছ?

ঘোড়াভূত। প্রভু বলেন কি? সে দুরাত্মা আমার নয়নাগ্রে অহরহঃ নৃত্য করিতেছে। আমার নিকট তাহার নাড়ী নক্ষত্রের কোন কথাই গোপন থাকিবার সম্ভাবনা নাই। ঐ পাপিষ্ঠ

ইতিপূর্ব্বে কিঞ্চিৎ সংগোপনে অভক্ষ্য ভক্ষণ করিত, ইদানীং প্রকাশ্যেও, পশ্চাদ্বর্ত্তী লোক। অতিকুলে, জাতি নৈরা আঁচে পাইয়া থিএটার ভাবে গদগদ চিত্তে মধ্যে মধ্যে রামপ্রসাদী প্রসাদ মারিয়া থাকে। সে রামপ্রসাদ সামান্য রামপ্রসাদ নহে—স্বর্গীয় সুবিখ্যাত ঠাকুরবাটীর পাতড়া চাটা কুকুর—“কালী বাড়ুয্যের” হস্তের রসুই ভিন্ন, কখন অন্য দ্রব্য, তাহার উদরস্থ হয় নাই। আবার শুনিয়াছি ঐ নটবর বংশধর কুলনশান, সেই রামপ্রসাদী মহাপ্রসাদের আস্বাদ সর্ব্বদাই আহ্লাদপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকে, আবার সময়ানুসারে, পরম ভাগবত হইয়া, অতিপবিত্র প্রধান হিন্দুর জাতিচ্যুত করিতে প্রস্তুত হয়।

মোহদৈত্য। পাপাত্মা তবে কেন এত চলাচলী করে? উহার কি কোন সৎপরামর্শী নাই?

নাড়াভূত। তাহার মন্ত্রির অভাব কি প্রভু—“যেমন পোড়ার মুখে দেবতা, তেমনি ঘুঁটের ছাই নৈবেদ্য”—প্রভু গো! প্রাতঃবিখ্যাত অষ্টবসুর এড়াটীয়া বসুজ একণে তাহার প্রধান মন্ত্রী! ঐ বসুজ অনাদি—তিনি মহেশ

মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দেশের যাঁড় তাড়া দিয়া স্বীয় ভাঁড়ারস্থ করিয়া রাখিয়াছেন, সে তাঁহার নাড়া দিলে অদ্যাপি হাঁড়া হাঁড়া গোহাড় বাহির হয়। প্রভু! যদি বলেন, তবে রাজরাজের দিগ্বিজয়ী কামানের গোটা দুই ধ্বনি শুনাইয়া, ঐ শিবের মূর্ত্তি দিয়া গোস্বামী ও গোহাড় বাহির করিয়া ফেলি।

দনুজদৈত্য। না বাপু ছি:—"ছুঁচা মারিতে কামান" কেন?

ঘোড়াভূত। তবে প্রভু অদ্য এই পর্য্যন্তই বিরাম হউক, আমার নানা খাইবার সময় হইল, আগামিতে বিস্তারিত নিবেদন করিব।

দনুজদৈত্য। বাপু অশ্বতিলক! গতবারে তোমার সুমধুর কবিতা শ্রবণ হয় নাই, অতএব অদ্য একটা কবিতা পাঠ করিয়া আমাকে আপ্যায়িত কর।

ঘোড়াভূত। যে আজ্ঞা প্রভু—তবে শ্রবণ করুন।

অমৃতমাধুরী ছন্দঃ।

কলিকালের কি রীত ২।

যেজন বিপ্রের ঘরে, ভক্তিভাবে সমাদরে,
আহার ভক্ষণ করে, সে হয় বর্জ্জিত

সব গেল ছাগার খার ২।
ইহা কলির কাণ্ড, পাপিষ্ঠের কি প্রতাপ,
ধর্ম্মের ভবনে পাপ, ঢুকালে মন্দারে।
ভেবে ভেবে হই সারা ২।
না বুঝে আপনি পর, মজায় ধর্ম্মের ঘর,
শত গুণা ঘোরতর, পারকাল লোকে।

গোলাঘরের অশ্বত্থবৃক্ষের উপর বসিয়া ব্রহ্ম দৈত্যের সহিত ঘোড়াভূতের কথোপকথন।

ব্রহ্মদৈত্য। বাপু ঘোটক! তোমার পল্লীস্থ জনসমাজে প্রচলিত যেসকল মনুষ্য, ইদানীন্তন, দেবালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহারদিগের কোন উদ্দেশ পাচ্ছি, অল্প কয়েক দিবস হইতে, জানিতে পাইনা, ইহার কারণ কি?

ঘোড়াভূত। প্রভু! "জলের বেগ" "ধর্ম্মের দি-ব্রত" "পেয়ারের শাখা" "আরোপিত বাক্য" ইত্যাদি ব্যাপক কালস্থায়ী হয়না; ইহাতে আপনি বিদিত আছেন, অতএব প্রভু, পুণ্য-বতীদিগের শ্বশুরের পুণ্যে, ও পাপ অংশের বিদায় হইয়াছে।

বৃষ্ণ দৈত্য। সেকি হে বাপু! সেকি! এতো প্রগাঢ় আসুরস্ফিতে একেবারে কিরূপে এরূপ অপরূপ বৈরক্তি জন্মিল?

ঘোড়াভূত। প্রভুগো! ঐ দুরাত্মা যদি দেববনিতাগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইত, তবে এ আসুরস্ফি অবশ্যই স্থির থাকিত, সে অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়া ঐ মহাপাতকী, "বাপের রোগে" গিয়া দেববনিতাদিগের অলঙ্কারাদি হাতাইবার চেষ্টা পাইয়াছিল, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। বাঞ্ছা শেষ "ডিমামাড়ুএঁড়ের ন্যায় * * চাটিতের দৌড় মারিয়াছে"। পাপাত্মা বিবেচনা করিয়াছিল, ইহারা সামান্য নারী; কিন্তু ঐ সুরদলনী প্রমত্ত রমণীর হস্তে পড়িয়া ঐ পশুর দর্প ভুর্গ চূর্ণ হইয়াছে।

বৃষ্ণ দৈত্য। বাপু বাজিরাজ! এই অপরূপ সংবাদে আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইল, অতএব ইহার সবিশেষ সমাচার সঙ্কেতদ্বারা আমাকে শীঘ্র শুনাইয়া সুস্থির কর।

ঘোড়াভূত। যে আজ্ঞা প্রভু! ইহার সমুদায় বৃত্তান্ত সাঙ্কেতিক কবিতাদ্বারা অবগত হউন, বাক্যব্যয় বাহুল্যের আবশ্যক নাই।

মাসমাটে ঘরে বসি মেলাইলে দাঁত।
ছোটো মুখে প্রকাশিলো বড়ো বাত॥
এবে সর্ব্ব গর্ব্ব তার হইল নিপাত।
ত্রিরাত্রি না যেতে পান মরমে আঘাত॥

ভারিভূরি ভারী জরী সব হলো চূর।
ধরিতে সিংহের বল পারে কি কুকুর?॥
ফাঁকীযুক্ত থাকিল না ভেঙ্গে গেল ফুর।
লজ্জা হলো শুভ্রমুখী দূর দূর দূর!॥

দেবালয়ে করে নানা ধরিয়া পতাকা।
ভেবে ছিল শেষ মজা মারিব সেহাৎ॥
পঁ্যাচে পৌঁচে এঁচে চাল চেলে এক হাৎ
একেবারে হলো নিজে সেই চেলে মাৎ॥

দেব বলি তার হাতে দিবে বলে খোলা।
গম্ভীর বাড়িতে থেকে পাঠাইল গোলা॥
কায়স্থের কন্যা তিনি নন্দ কাঁতি ভোলা।
বুঝিলেন ভাগিনার জোর, মুদো তোলা॥

হাপুসগেলো হরে রাম হয়েছেন ভেকো।
পেটে নাহি অন্ন নাই মুখে উঠে ফেকো॥
ফেলেছে আশায় বাসা নাহি থাকে ঠেকো
হলো সারা নিদ্রাহারা পরকাল থেকে॥

অনল লেগেছে মনে দেখে পঞ্চানন।
গ্রামে ঢুকে হয়েছেন শ্রীমা পঞ্চানন॥
অমঙ্গল সূত্র দেখে ভব অদর্শন।
চূড়া ত্যজি চূড়ামণি ধরায় শয়ন॥

দুরাত্মার কৌশলে গেল সকল ছলনা।
শ্মশানে প্রবেশি করে বিষ্ণু আরাধনা॥
বিষ্ণুর গৃহিণী যিনি দৈত্যিনী ভীষণা।
তারে আনি দেবালয়ে করেছে চালনা॥

সদাই পড়িছে মন্ত্র সেই দৈত্যচারী।
সকলেরে পারি কিন্তু তাঁরে নাহি পারি॥
কেমন মোহিনী জানে বুঝিবারে নারি।
কল্যাণে পরশে কৌকে কঁরে হুঙ্কারী

দেখা যাবে কত মন্ত্র পড়িতে সে পারে
আমরাও তত্ত্ব বটি বুঝিব এবারে ॥
জুতা পড়া মন্ত্র পড়ি কেলাইব কারে।
দক্ষোরে দলন করি দিব গঙ্গাপারে ॥

ছুরোত্মার প্রতি এই করিব বিধান।
শম্য নাক্ কাটা গেছে কাটিব দুকাণ ॥
সোড়া ভূত ব্রহ্মদৈত্য গেয়ে শেষ গান।
নাচিয়ে ভূতের নাচ করিল প্রস্থান ॥

ব্রহ্মদৈত্যের নিকট চাবুক্ সওয়ারের
প্রার্থনা।

চাবুক্ সওয়ার। আপনি গোড়াভূতের প্রমুখাৎ নানাবিধ সুরস সাধু কবিতা, এবং গান, শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইয়াছেন, কিন্তু, দুঃখি চাবুক সওয়ার বলিয়া, এ গোলামকে এক-বারও স্মরণ করেন নাই, তথাপি আমি "যেচে মান কেঁদে সোহাগ" করিয়া গৃহ-স্থের মঙ্গলার্থ, তাল চাঙার শেষ কাণ্ড বজায়

জলপানে দেখেছিনু ধরা যেন সরা ;
যাচ্ছে না উঠিতে হলো কাঁদী টেনে ধরা ॥
হাঁসাতে হাবাৎ হয়ে হলো জ্যান্তে মরা ;
আধা যাচ্ছে ডুবে গেল গানসের ভরা ॥

অহঙ্কারে মত্ত হয়ে কাল নষ্ট মট্ ।
বিপাকে পড়িয়া পাপী গেল তল্ পট্ ॥
ধরেছে বিছার জালা করে ছট্ ফট্ ।
ভূমে পড়ি গড়াগড়ি যায় লটি পট্ ॥

ফুলে ছিল আশা বৃক্ষ হইল বিফল ।
কদলী হইল জাত বিধির কি কল ॥
সদাই অস্থির স্থির নহে এক পল ।
ভেবে ভেবে পেটে বুঝি জন্মেছে মুষল ॥

ভাগ্যে যেই থাই মাগী করেছিল ভুল ।
জান ভঙ্গী যোচে নাই ঘুচেছে লাঙ্গুল ॥
এবেশি তুলসী বনে হয়েছে শার্দ্দুল ।
ঢাক কেটে জগঝম্প ঢেঁকী কেটে তুল ॥

করেছিল নানা ফন্দী পেলে নাকো জুত।
ক্যাপা ভ্যাড়া পেয়ে যেন হ্যাংলা আহ্লাদ॥
অ[illegible] নাহক। কেতু মুক্ত হয় দুত।
দিল্লা। পাপিষ্ঠ শেষ হেরে গেল ভূত।

ব্রহ্মদৈত্যের সহিত, সিপুলীয়াণ মিত্র-
পাড়ার, মনসীদের গোভাভূতের পুনঃ
সন্দর্শন করিয়া পরস্পরে
কথোপকথন।

গোভাভূত। কি প্রভু দৈত্যরাজ! এতাবধি, অনেক দিবসাবধি এ অধমকে শ্রীচরণ দর্শন নামে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। ইহার কারণ কি? অনুমান হয়, এই নিতান্ত অনুগত দাসানুদাসকে বুঝি আপনি বিস্মৃত হইয়াছেন, কিম্বা কোন অপরাধ পাইয়া, এ অধীন প্রাচীন ভৃত্যকে, একেবারে পরিত্যাগ করিলেন; এই ভাবনায় অভিভূত হইয়া অত্যন্ত কাতর ছিলাম, এতাবৎকাল যাবৎ কাহারো সহিত আলাপও করি নাই, কেবল মনোদুঃখে মৌনাবস্থায় কাল হরণ করিয়াছি।

যাহা হউক-আপনি অনেকোবর আলয়ে আসিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন-এই আমার পরম লাভ। একণে যখন সাক্ষাৎ হইল, তখন নানা- বিধ অপূর্ব্ব কাহিনী শুনাইয়া আপনাকে সুপ্রী- ত করিতে ত্রুটি করিব না। আপাততঃ বর্ত্তমান বর্ষীয় শারদীয় মহাপূজায়, যে যথা গোল- যোগ উপস্থিত, তাহার কি কোন সংবাদ রাখেন?

ব্রহ্মদৈত্য। বাপ, সুবচ্চ! গোলযোগের বিষয়টা কি? তুমি কি এ বৎসর পূজা করিয়াছ? যদি করিয়া থাক, তাহার বিধি কি? তোমার পূজক না থাকে, আমিই কর্ত্তা হইব, যাহা ব্যাসদেবের অনুষ্ঠান না হয়. গঙ্গাজল বিল্বদল দিয়া মহামায়ার পূজা সমাধা করিব।

ঘোড়াভূত। না গো প্রভু! জানয়—আপনকার কৃ- পায়, আমার সেসকল কিছুই অপ্রতুল নাই; কেবল পল্লী বিশেষে, এবৎসর পূজার ব্যা- পারটা দুই মত হইয়াছে। কোন স্থানে আবাহন—কোথাও বিসর্জ্জন দেখিতেছি।

ব্রহ্মদৈত্য। সেটা বলিস্ কি? এবৎসর পূজার পক্ষেতো, কোন মতামত হয় নাই। তুমি কি ব্রত মাহাত্ম্যে একথা কহিতেছ?

শুন মৈনাকের গুণ ২।
মা ভগিনীর ভার, লইতে না পারে আর,
বিপরীত কষ্ট তার, ভেবে হলো খুন॥

কারে কবো এ কৌতুক। ২।
সমুদ্র হইতে ঝেড়ে, উঠে বলে মাথা নেড়ে,
মা যাক্ বাড়ী ছেড়ে, দেখিবনা মুখ॥

সেই মুখে চুণ কালী ২।
যে মুখে বাপান্ত করে, ভগিনীর হস্ত ধরে,
অনায়াসে বাহির করে, দিয়ে গালাগালী॥

পিতৃ ভক্তি কি অচল। ২।
র আজ্ঞা শিরে ধরে, না যায় মামার ঘরে,
গ্নীর বাপান্ত করে, করিয়া কৌশল॥

প্রভু শুনেছ পুরাণে ২।
মার গুণের ভাই, মৈনাকের পক্ষ নাই,
সিন্ধুনীরে ডুবে ভাই, ছিল অপমানে॥

শেষে বড়ই বাড়ালে ২।
প্রতি দেবীর বরে, পুনর্ব্বার পক্ষ ধরে,
ক জনকের ঘরে, উমারে তাড়ালে॥